রাইসির জানাজায় ইমামতি করলেন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা খামেনি

সারে-জমিন

কোলাঘাটের জনসভায় সোচ্চার নওশাদ

রূপসী বাংলা

মোদি-আরএসএস দূরত্ব বেড়ে চলেছে, নাড্ডার ইঙ্গিত

সম্পাদকীয়

কাবা যেভাবে গড়ে ওঠে

দাওয়াত

গুরবাজ অসুস্থ মাকে হাসপাতালে রেখে কেকেআরে খেললেন

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২৩ মে, ২০২৪
১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১৪ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 139 ■ Daily APONZONE ■ 23 May 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

এই রায় মানি না, ওবিসি সংরক্ষণ চলছে, চলবে: মমতা

আপনজন ডেস্ক: হাইকোর্টে জোর ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য। ২০১০ সালের পরে তৈরি হওয়া গোটা ওবিসি তালিকা বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যার জেরে বাতিল হতে বসেছে প্রায় ৫ লাখ ওবিসি শংসাপত্র।

হাইকোর্টের এই রায় প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র আপত্তি জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দমদম লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত খড়দহে একটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'এই রায় আমি মানি না। যেমন ২৬ হাজার শিক্ষককে যখন বাতিল করা হয়েছিল, আমি বলেছিলাম ওই রায় আমরা মানি না। তেমনই আজকে বলছি, যে রায় দিয়েছেন, যেই দিয়ে থাকুন। নাম বলব না। রায় নিয়ে বলা যায়। বিজেপির রায় এটা। আমরা মানব না। ওবিসি সংরক্ষণ চলছে, চলবে।' মমতা বলেন, রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণ অব্যাহত থাকবে, কারণ সংশ্লিষ্ট বিলটি সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে পাস হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ওবিসি সংরক্ষণ কোটা চালু করেছে, তা বহাল থাকবে। উপেন বিশ্বাস তখন চেয়ারম্যান ছিলেন। আমরা বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করে বিলের খসড়া তৈরি করেছিলাম এবং মন্ত্রিসভা ও বিধানসভায় তা পাশ হয়েছিল। ২০১২ সাল থেকে চলছে।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে বিজেপি তা আটকানোর চক্রান্ত করেছে। সংবিধান অনুযায়ী, সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকে এই ওবিসি সংরক্ষণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বুধবার কলকাতাহাইকোর্ট জানিয়েছে, ওয়েস্টবেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন অ্যাক্ট ১৯৯৩ অনুযায়ী ওবিসিদের নতুন তালিকা তৈরি করতে হবে। সেই তালিকা বিধানসভায় পেশ করে চূড়ান্ত অনুমোদন নিতে হবে।

মমতা বলেন, 'কয়েকদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছিলেন, সংখ্যালঘুরা তফসিলিদের সংরক্ষণ কেড়ে নেবে। এটা কোনওদিন হতে পারে? তাহলে সংবিধান ভেঙে দিতে হয়।' তৃণমূল সুপ্রিমোর আরও সংযোজন, 'সংখ্যালঘুরা কখনও তফসিলিদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না। এটা দিতে পারে না, দেবেও না।'

তৃণমূল আমলের সব ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: ২০১০ সালের পর পশ্চিমবঙ্গে জারি করা সমস্ত অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) শংসাপত্র বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে যারা আইনের সুবিধার ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছিলেন এবং এই জাতীয় সংরক্ষণের কারণে ইতিমধ্যে চাকরিতে ছিলেন তারা এই আদেশের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যে ওবিসি শংসাপত্র দেওয়ার প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি আবেদনের রায় দিয়েছে। এই রায়ের ফলে ৫ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেটে প্রভাব পড়তে চলেছে। আদালত বলেন, একটি শ্রেণিকে ওবিসি হিসাবে ঘোষণা করা হয় কেবল বৈজ্ঞানিক এবং সনাক্তযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে পিছিয়ে পড়ার কারণে নয়, রাজ্যের অধীনে পরিষেবাগুলিতে এই শ্রেণির অপর্যাপ্তভাবে প্রতিনিধিত্ব করার ভিত্তিতেও। এই ধরনের অপ্রতুলতা অন্যান্য অসংরক্ষিত শ্রেণী সহ সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তবে কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত এবং রিট পিটিশনের সাথে সংযুক্ত প্রো ফরম্যাট (২০১১ সালের ডব্লিউপি নং ৬০) ১৯৯৩ সালের আইনের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উল্লিখিত প্রো ফর্মায় প্রচুর ঘাটতি রয়েছে। অমলচন্দ্র দাস বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মামলায় বুধবার এই রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

২০১০ সাল থেকে সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করার আদালতের রায় ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসা ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের জন্য একটি আঘাত, কারণ এটি বর্তমান সরকারের শাসনকালে দেওয়া সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেটকে কার্যত অবৈধ করে দেয়।

পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি (তফসিলি জাতি ও উপজাতি ব্যতীত) (পরিষেবা ও পদগুলিতে শূন্যপদ সংরক্ষণ) আইন, ২০১২-এর কয়েকটি ধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি আবেদনের ভিত্তিতে আদালত রায় দেয়, যা ওবিসি শ্রেণিভুক্তদের জন্য সরকারি অফিসগুলিতে সংরক্ষণের কথা বলেছিল।

সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর মিশনের সাথে মিল রেখে কমিশন কীভাবে অনুচিত আচরণ করেছিল সে সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আদালত অভিমত ব্যক্ত করে বলেছে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্য ঘোষণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কমিশন এবং রাজ্য অযৌক্তিক তাড়াহুড়ো করে এবং বিদ্যুৎ গতিতে ৭৭টি শ্রেণির শ্রেণিবিন্যাসের জন্য সুপারিশ করেছিল। আবেদনকারীদের মতে, রাজনৈতিক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা পূরণের জন্য কমিশন তাড়াহুড়ো করেছে বলে মনে হচ্ছে। তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করে কমিশন কর্তৃক যথাযথ তদন্ত করা হয়নি এবং তালিকা প্রস্তুত করার পরেও সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আপত্তি আহ্বান করে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি।

এভাবে কর্তৃপক্ষ সাংবিধানিক বিধান লঙ্ঘন করেছে এবং সাংবিধানিক রীতিনীতির বিচ্যুতি ঘটিয়ে প্রতিরক্ষামূলক বৈষম্যের চর্চা করেছে। এমন কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি যার ভিত্তিতে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে পরিষেবাগুলিতে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নেই। উল্লিখিত প্রতিবেদনগুলি কখনই প্রকাশিত হয়নি এবং এ কারণে কেউই এ বিষয়ে কোনও আপত্তি দায়ের করার সুযোগ নিতে পারে না।

আদালত তার আদেশে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি (তফসিলি জাতি ও উপজাতি ব্যতীত) (পরিষেবা ও পদগুলিতে শূন্যপদ সংরক্ষণ) আইন, ২০১২ এর অধীনে দেওয়া অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) হিসাবে সংরক্ষণের জন্য ৩৭টি শ্রেণি বাতিল করেছে।

আদালত উল্লেখ করে যে রাজ্য কমিশনকে পাশ কাটিয়ে রাজ্য কর্তৃক ওবিসিগুলির উপ-শ্রেণিবদ্ধকরণের সুপারিশ করা হয়েছিল এবং সংরক্ষণের জন্য সুপারিশ করা ৪২ টি শ্রেণির মধ্যে ৪১ টি মুসলিম সম্প্রদায়ের।

আদালত বলেছে, কমিশনের প্রাথমিক এবং একমাত্র বিবেচ্য বিষয় ছিল ধর্ম-নির্দিষ্ট সুপারিশ করা। এই ধরনের ধর্ম-নির্দিষ্ট সুপারিশগুলি পর্দা করতে এবং আড়াল করার জন্য, কমিশন এই সুপারিশগুলির পিছনে আসল উদ্দেশ্য আড়াল করার জন্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ দেওয়ার আপাত উদ্দেশ্যে প্রতিবেদনগুলি প্রস্তুত করেছে। উদ্দেশ্য ছিল ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ দেওয়া।

বেঞ্চ বলেছে, কমিশন এই জাতীয় প্রতিবেদনের মাধ্যমে দেখাতে চায় (যদিও রাজ্য এবং কমিশন আদালতের কাছে নির্ভর করে না), যে এটি ভারতীয় সংবিধানের ১৬(৪) অনুচ্ছেদের সাথে পঠিত ১৯৯৩ সালের আইনের ৯ নম্বর ধারা মেনে চলেছিল।

এই আদালত মনে করে, ৭৭ শ্রেণীর মুসলমানদের অনগ্রসর শ্রেণি হিসেবে নির্বাচন করা সামগ্রিকভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবমাননা। এই আদালতের মন সন্দেহ থেকে মুক্ত নয় যে উল্লিখিত সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক স্বার্থে পণ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

ঘটনাপ্রবাহের শৃঙ্খল থেকে এটি স্পষ্ট যে ৭৭টি শ্রেণিকে ওবিসি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং তাদের অন্তর্ভুক্তিকে ভোট ব্যাংক হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। নির্বাচনী ফায়দা হাসিলের জন্য সাহায্যকারী সম্প্রদায়ের শ্রেণিগুলিকে ওবিসি হিসাবে চিহ্নিত করা তাদের সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের করুণার উপর ছেড়ে দেবে এবং অন্যান্য অধিকারকে পরাজিত ও অস্বীকার করতে পারে। এই ধরনের সংরক্ষণ তাই গণতন্ত্র এবং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংবিধানের অবমাননাও বটে।

এতে আরও বলা হয়েছে যে উদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তিটি বৈধ হওয়ার জন্য জনসাধারণের কাছে এবং গেজেটে উপলব্ধ হওয়া দরকার এবং এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এ জাতীয় কোনও উদ্যোগ নেয়নি।

যতক্ষণ না গেজেটে বিজ্ঞপ্তি রয়েছে এবং জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ করা হয়, ততক্ষণ বিজ্ঞপ্তিটি যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলা যাবে না। তবে তাৎক্ষণিক মামলায় বিজ্ঞপ্তি ও জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি এবং এ কারণে কেউ কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে বা আপত্তি জানাতে পারেনি। একটি আদর্শ নিয়োগকর্তা হিসাবে, রাজ্য সরকারকে অবশ্যই উচ্চ সততা এবং অকপটতার সাথে আচরণ করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে জনগণ পদ্ধতিগত কারচুপিতে কোনও বৈষম্যমূলক অনুশীলনের কাছে নতি স্বীকার করবে না।

আবেদনকারীর অভিযোগ ছিল, ১৯৯৪-২০০৯ (১৫ বছর) কমিশনের সুপারিশে রাজ্যে ওবিসি হিসাবে ৬৬টি শ্রেণি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যার মধ্যে হিন্দু (৫৪) এবং মুসলিম (১২) উভয় সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু তৃণমূল সরকারে আসার পর সমীক্ষা ছাড়াই ৭৭টি শ্রেণির মুসলিমদেরকে ওবিসি ঘোষণা করা হয়েছে। আরও অভিযোগ ছিল, কমিশনের হলফনামায় বলা হয়েছে, ৭৭টি শ্রেণি চিহ্নিত করার জন্য জনসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ জরিপ করা হয়েছে, কিন্তু ইন্দ্র সাহনি মামলার (সুপ্রা) ৭৮২ অনুচ্ছেদ অনুসারে সমগ্র জনসংখ্যার সংশ্লিষ্ট ক্লাসগুলো জরিপ করা উচিত ছিল।

এদিনের শুনানিতে তার জবাবে রাজ্য সরকারের তরফে তাদের আইনজীবী বলেছেন, সাচার কমিটির রিপোর্টে শ্রমসাধ্যভাবে এবং বিশদভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের পশ্চাৎপদতা তথ্য সহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সুতরাং মুসলমানদের শ্রেণীকে ওবিসি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করায় রাষ্ট্র ভুল করে না। উল্লিখিত ৭৭টি শ্রেণির সুপারিশ করার ক্ষেত্রে কমিশনের কোনও অসঙ্গতি গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ সাচার কমিটির রিপোর্টের ফলাফলের দ্বারা রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি সমর্থিত। এ প্রসঙ্গে উক্ত প্রতিবেদনের ২, ৫, ১৮৯, ১৯০, ১৯৫, ২০৪, ২১৩, ২৩৭, ২৫১ ও ২৫২ পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রযোজ্য ওবিসি-র কেন্দ্রীয় তালিকায় ৭৭টি শ্রেণির মধ্যে ৩৬টি ক্লাস রয়েছে। তাই, অনগ্রসর শ্রেণিগুলির জন্য জাতীয় কমিশনের সম্মতিতে রাজ্য কর্তৃক শ্রেণিগুলিকে রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা আরও দৃঢ় হয়েছে। রাজ্যের সুপারিশে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য জাতীয় কমিশন দ্বারা কেন্দ্রীয় ওবিসি তালিকাতেও রাজ্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাই জাতীয় কমিশন রাজ্য কমিশনের সঙ্গে একমত যে উল্লিখিত শ্রেণিগুলি ওবিসি হওয়ার বিষয়ে। উল্লেখ্য যে, মণ্ডল কমিশন কর্তৃক অনুচ্ছেদ ১৬(৪) এর উদ্দেশ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি শ্রেণীকে অনগ্রসর হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য কমিশন তাই যান্ত্রিকভাবে মুসলিম সম্প্রদায় থেকে ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেনি, যেমনটি আবেদনকারীর অভিযোগ রয়েছে। কমিশন অন্তর্ভুক্তির জন্য কোনও ধর্ম-নির্দিষ্ট সুপারিশ করেনি কারণ কমিশন ক্লাসগুলিতে যোগাযোগ করেনি। এই শ্রেণিগুলিই অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনগুলি নিয়ে কমিশনের কাছে গিয়েছিল। কমিশন আইন অনুযায়ী এ ধরনের আবেদন নিষ্পত্তি করেছে।

মাদ্রাসায় সরকারি হস্তক্ষেপ মেনে নেব না: সিদ্দিকুল্লাহ

আপনজন ডেস্ক: প্রখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উত্তরপ্রদেশের দারুল উলুম দেওবন্দের ধারা অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গের খারিজি মাদ্রাসাগুলি চলবে। সেক্ষেত্রে কোনও ধরনের সরকারি হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না। সংবিধানে সংখ্যালঘুদের অধিকার মেনেই চলা হবে। বুধবার কলকাতার মহাজাতি সদনে রাজ্যের খারিজি মাদ্রাসাগুলির সমন্বয় সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়ার ২৪তম প্রতিনিধি সম্মেলনে এই কথা বলেন এই সংগঠনের কর্ণধার তথা রাজ্যের গ্রন্থাগারমন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি।

মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ জানান, রাজ্যের প্রায় ১০০০টি খারিজি মাদ্রাসা এই সংগঠনের আওতাভুক্ত যেখানে প্রায় ১৯০০ ছাত্র পড়াশুনা করে। তাদের সিলেবাস দারুল উলুম দেওবন্দ কর্তৃক অনুমোদিত। এই সব খারিজি মাদ্রাসাগুলি থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র হাফেজ, ক্বারী, মাওলানা কোর্স উত্তীর্ণ হয়ে থাকে।

এই সংগঠন নিয়ে মাওলানা সিদ্দিকুল্লা বলেন, ১৯৯৫ সালে রাজ্যে এই সংগঠনের যাত্রা শুরু। পশ্চিমবঙ্গ রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়া প্রতি বছর রাজ্যের খারিজি মাদ্রাসার পরীক্ষা সংগঠিত করে। তার জন্য বিশেষ প্রশ্নপত্র সহ পরীক্ষকও নিয়োজিত করে। সেই পরীক্ষকদের আরও প্রশিক্ষিত করতে ও ছাত্রদের খাতা দেখার মূল্যায়ণ যথাযথ করতে বিশেষ প্রশিক্ষণের কথা ঘোষণা করেন মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি।

সিদ্দিকুল্লাহ বলেন, এই সব খারিজি মাদ্রাসগুলিতে হাফিজ, ক্বারী, মাওলাা তৈরির জন্য যেসব কোর্স চালুর রয়েছে তার সঙ্গে প্রথাগত শিক্ষার অষ্টম মানের বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়েরও পাঠদান হয়ে থাকে। সেই পাঠক্রমকে ন্যূনতম মাধ্যমিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন।

তিনি বলেন, এই সংগঠন সরকারি আর্থিক সহায়তা না নিয়েই চলে আসছে। তাই মাদ্রাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও সরকারি হস্তক্ষেপ মেনে নেবে না। এ ব্যাপারে তিনি অসমে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের যে প্রক্রিয়া চলছে, তার নিন্দা করে বলেন, অসমের এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে যেখানে মুসলিমদের প্রতিবাদ করার ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। তাই অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা কলকাতায় এলে তার মাদ্রাসা বিরোধী কাজের জন্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ দেখাবে।

সিদ্দিকুল্লাহ আরও বলেন, সমাজকে সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে গড়ে তুলতে আলেম সমাজের বিশেষ অবদান আছে। সামাজিক অনাচার দূরীকরণে তাই মাহকামে শরীয়াহ গঠন করা হয়েছে। এটি শরীয়া সংক্রান্ত মীমাংসার মাধ্যম বা ক্ষেত্র। বিয়ে বা তালাক সংক্রান্ত বা পারিবারিক বিরোধী সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তি করা হয় এই শরীয়াহ আদালতের মাধ্যমে। এটি কোনও ক্যাঙারু আদালত নয়, বরং বিবাদ মেটানোর উত্তম ক্ষেত্র। এ বিষয়ে উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, আলিপুরের এক বন্দির যুবতী স্ত্রী আবেদন করেছিলেন, তার স্বামী কারাগারে বন্দি। তাই তাকে খুল্লা তালাক দেওয়া হোক। মাহকামে শরীয়াহ আদালতে সেই বন্দিকে হাজির করিয়ে ওই মহিলা খুল্লা তালাক দিলে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়। তাই হারাম কাজ থেকে দূরে থেকে এভাবে শরীয়াহ আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার আবেদন জানান মুসলিমদের কাছে।

এদিনের সভায় রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান তথা পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান অসমে কীভাবে মুসলিমদের মাদ্রাসার উপর আক্রমণ নেমে এসেছে তা তুলে ধরেন। তিনি রাবেতাকে নারী শিক্ষায় জোর দেওয়ার কথাও বলেন। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মনজুর আলম, মুহাম্মদ কামরুজ্জামান প্রমুখ। দেওবন্দ থেকে আগত প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিরাও তাদের মতামত জানান এই সভায়। সভা সঞ্চালনায় সহায়তা করেন মুফতি আবদুস সালাম।

অ্যাকাডেমিকের সাফল্যের ধারা অব্যাহত

WBCS - 2021 গ্রুপ A, B এবং C তে

চূড়ান্তভাবে সফল ৫৬ জন

Executive, WBCS-2020
Ipsita Bhattacharya

"পরিশ্রমটা বরাবরই ব্যক্তিগত, সেখানে ঘাত প্রতিঘাতের রাস্তা অবিচ্ছিন্ন, তবে সঠিক রাস্তাটা সেইদিন দেখিয়েছিল এই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন। সামিম স্যার, সুতপা ম্যাডাম থেকে শুরু হয়ে প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষককে আমার প্রণাম জানাই, বিভিন্ন সময়ে অত্যন্ত উপকারী মকটেস্ট যা দিয়েছিলাম, নিজেকে প্রত্যেক বার বিশ্লেষণ করতাম, প্রচুর ছাত্রছাত্রীর মধ্যে নিজেকে প্রথম সারিতে রাখার অদম্য একটা জেদ কাজ করত, আর তার জন্য সাহায্য পেয়েছি অফুরন্ত। শেষ ধাপ, সাক্ষাৎকার বা ব্যক্তিত্ব পরীক্ষণের আগের তিন থেকে চার সপ্তাহ, চরম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বেশ কিছু ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেকে প্রস্তুত করেছি। প্রতিটি শিক্ষক নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন এক একজন তুখোড় আমলা গড়ে তোলার, কুর্ণিশ জানাই এই উদ্যোগ তথা এর সাথে জড়িত সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গকে। আর সবশেষে বলি, একটাই কথা তোমার স্বপ্নের তালার চাবি বানাবেও তুমি একা, খুলবেও তুমি একাই, কারণ বিজয়ের আনন্দটাও হবে শুধুই যে তোমার-ই।"

II WBCS এর ফ্রি ডেমো ক্লাস II

রেজিস্টার করুন www.academicassociation.com

WBCS : 2024-25 ব্যাচ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই।
অ্যাডমিশন চলছে। ক্লাস কলেজস্ট্রীটে।

যোগাযোগ করুন- 9038786000 / 9674478644

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

এক নজরে ওবিসি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায়

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার ওবিসি নিয়ে যে রায় দিয়েছে তার নির্বাচিত অংশ 'আপনজন' পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল।

রায়ের সারমর্ম ও নির্দেশনা

কমিশনের মতামত এবং পরামর্শ সাধারণত ১৯৯৩ সালের আইনের ৯ এবং ১১ ধারা অনুসারে রাজ্য আইনসভার উপর বাধ্যতামূলক, অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্তি বা কম অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি দেখার অনুরোধ নাগরিক বা কোনও সংস্থা বা রাজ্য দ্বারা করা হোক না কেন।

২০১২ সালের আইনের ২(এফ) ধারায় "পশ্চিমবঙ্গ সরকার" এবং "সরকার" কথাগুলি ১৯৯৩ সালের আইনের অধীনে কমিশনের রিপোর্টের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে তার আইনসভার দায়িত্ব পালনকারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে বোঝানো হয়েছে।

২০১২ সালের আইনের ধারা ২(জ) এর দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, "রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময়ে সময়ে নির্দিষ্ট করিয়া দিবে; (জোর প্রয়োগ করা হয়েছে) বাতিল করা হয়।

২০১২ সালের আইনের ১৬ ধারা বাতিল করা হয়েছে, কারণ এটি রাজ্য নির্বাহী বিভাগকে তফসিল ১ সহ ২০১২ সালের আইনের যে কোনও তফসিল সংশোধন করার ক্ষমতা দেয়। ফলস্বরূপ, রাজ্য নির্বাহী দ্বারা ধারা ১৬ প্রয়োগে অন্তর্ভুক্ত ৩৭টি শ্রেণি ২০১২ সালের আইনের তফসিল-১ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

২০১২ সালের আইনের ধারা ৫ (ক), যা ১০% এবং ৭% সংরক্ষণের শতাংশ উপ-শ্রেণিবদ্ধ শ্রেণিতে বিতরণ করে তা বাতিল করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি নামে দুটি বিভাগে তালিকাভুক্ত উপ-শ্রেণিবদ্ধ শ্রেণিগুলি ২০১২ সালের আইনের তফসিল ১ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক জারি করা নির্বাহী আদেশগুলি অর্থাৎ নং 6309-BCW/MR-84/1024 সেপ্টেম্বর 2010 এবং 1673-BCW/MR-209/11 তারিখ 11 মে, 2012, 143 টি শ্রেণির উপ-শ্রেণিবদ্ধকরণ বাতিল করা হয়েছে।

২০১০ সালের আগে ৬৬ টি শ্রেণির শ্রেণিবদ্ধকরণের নির্বাহী আদেশগুলি হস্তক্ষেপ করা হয়নি কারণ এটি চ্যালেঞ্জ করা হয়নি।

রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ৪২টি শ্রেণীর শ্রেণীবিন্যাস করে নির্বাহী আদেশগুলি হল নং ৭৭১-বিসিডব্লিউ/এমআর৪৩৬/১৯৯৯ তারিখ ৫ মার্চ, ২০১০, মেমো নং ১৪০৩- বিসিডব্লিউ/এমআর-৪৩৬/৯৯(১) তারিখ ২৬ এপ্রিল, ২০১০, মেমো নং।

১৬৩৯- বিসিডব্লিউ/এমআর-৪৩৬/১৯৯৭ তারিখ ১৪ মে, ২০১০, মেমো নং।

1929- বিসিডাব্লু / এমআর 436/99 (1) তারিখ 2 জুন, 2010, মেমো নং।

২৩১৭- বিসিডব্লিউ/এমআর-৪৩৬/৯৯ তারিখ ১ জুলাই ২০১০, মেমো নং ৫০৪৫- বিসিডব্লিউ/এমআর- ৪৩৬/৯৯(১) তারিখ ৩১ আগস্ট ২০১০, মেমো নং ৬৩০৫- বিসিডব্লিউ/এমআর-৪৩৬/৯৯(১) তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর। 2010, এবং নির্বাহী আদেশ নং 1673-বিসিডাব্লু / এমআর-209/11 তারিখ 11 ই মে 2012, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, 16 (4) এর অধীনে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 35 টি শ্রেণির শ্রেণিবদ্ধকরণ এই জাতীয় প্রতিবেদনের অবৈধতার পরিপ্রেক্ষিতে, এই জাতীয় শ্রেণিবিন্যাসের সুপারিশ করে প্রত্যাশিত প্রভাবের সাথে বাতিল করা হয়েছে।

রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিভাগ, ১৯৯৩ সালের আইনের ১১ নম্বর ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে, নতুন শ্রেণির অন্তর্ভুক্তি বা অবশিষ্ট শ্রেণিগুলিকে বাদ দেওয়ার জন্য সুপারিশ সহ আইনসভার সামনে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে।

উপরোক্ত ৭৭টি শ্রেণী ও ৩৭ শ্রেণীর (১৬ ধারার প্রয়োগে সংযোজিত) নাগরিক, যাঁরা ইতিমধ্যেই চাকরিতে নিয়োজিত আছেন অথবা ইতিমধ্যেই সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করেছেন বা রাজ্যের কোনও বাছাই প্রক্রিয়ায় সফল হয়েছেন, তাঁদের পরিষেবা এই রায়ের জন্য প্রভাবিত হবে না।

প্রথম নজর

দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আগামী সাতদিন দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত এই খবর জানান । তিনি বলেন, একইসঙ্গে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। বুধবার গোটা পশ্চিমবঙ্গেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং কালিংপং জেলায় হতে পারে।অন্যান্য জেলায় হালকা বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের সবকটি জেলাতে আইসোলেটেড বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কালিম্পং- স্ক্রেটার রেনফলের সম্ভাবনা। ২৪ মে দার্জিলিং এবং কালিংপং এ আইসোলেটেড বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। নর্থ বেঙ্গল এর বাকি জেলাগুলি শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা ।২৪ মে দক্ষিণবঙ্গে সব জেলাতেই আইসোলেটেড বৃষ্টিপাত সম্ভাবনা ।২৫ মে দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র লাগোয়া যে জেলাগুলি আছে অর্থাৎ মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা উত্তর ২৪ পরগনাতে ওয়াইড স্প্রেড বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা ,হুগলী, নদিয়া এই জেলাগুলিতে ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেড বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। ২৬ মে দক্ষিণবঙ্গে সব জেলাতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা । পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা তে ওইড স্প্রেড বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলাতে আইসোলেটেড বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। সতর্কবার্তা বলতে দক্ষিণবঙ্গের জন্য বুধবার কলকাতা সহ রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া সতর্কতা রয়েছে। কিছু কিছু জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বীরভূম, বর্ধমান,হুগলি , কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং ইস্ট মেদিনীপুর,নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে। এই জেলাগুলিতে আজ কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে আবহাওয়া বিভাগের পক্ষ থেকে এবং উত্তরবঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া , একই সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা সব জেলাতেই ।বুধবার সেই সাথে উত্তরবঙ্গের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু জেলায়।

একমাস ধরে পানীয় জল বন্ধ, প্রশাসনের দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: তীব্র গরমে ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর অকেনটা নিচে নেমে গিয়েছে। জলসঙ্কটে ভুগছে এলাকার মানুষ। তার উপরে একমাস ধরে পিএইচই প্রকল্পের জল বন্ধ। বাধ্য হয়ে অগভীর নলকূপের জল পান করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। পানীয় জলের দাবিতে বুধবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিওর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করলেন তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সালালপুর গ্রামের বাসিন্দারা। বিডিও সৌমেন মন্ডল শিঘ্রই গ্রামে ট্যাঙ্কারে করে জল পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,দীর্ঘ বছর ধরে তুলসীহাটা পিএইচই প্রকল্পের জল পেয়ে আসছিলেন সালালপুর গ্রামের মানুষ। বছর চারেক আগে চাঁচলগামী ৩১ নং জাতীয় সড়কের কাজ শুরু হওয়ার ফলে পাইপ গুলি ভেঙ্গে যায়। এই নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে একাধিকবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর প্রায় ছয় মাস আগে গ্রামে আবার শুরু হয় জল দেওয়া। কিন্তু একমাস ধরে আবার বন্ধ হয়ে গেছে জল। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ মকেতুল ইসলাম,রসিদ আলি ও সাদেক আলিরা বলেন,'আমরা একমাস ধরে তুলসীহাটা পিএইচই প্রকল্পের জল পাচ্ছি না। দেড় থেকে দুই কিলোমিটার দূরে তুলসীহাটা এলাকায় জল আনতে যেতে হয়। গ্রামে পাইপ লাইন বসানো হলেও এখনো পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি টেপকল বসানো হয়নি। অগভীর নলকূপের আয়রনযুক্ত জল পান করতে হয় আমাদের। চাঁচল মহকুমার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সুমিত ঘোষ বলেন,'তুলসীহাটা পি এইচ ই প্রকল্পের অন্তর্গত একাধিক গ্রাম রয়েছে। সেই কারণে জলের চাপ নিতে পারছে না। পারো গ্রামে নতুন পিএইচই প্রকল্পের কাজ চলছে। তার পাশাপাশি পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে। শীঘ্রই বাড়ি বাড়ি ট্যাপে জল পৌঁছে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। '

সল্টলেকে বাংলাদেশের সাংসদ খুন, তদন্ত ভার নিল সিআইডি

সুব্রত রায় ও মির আনিসুল ● বিধাননগর

আপনজন: বাংলাদেশের সাংসদ খুনের ঘটনায় উদ্ধার হয়েছে একটি প্রাইভেট চারচাকা গাড়ি। গাড়ির নম্বর WB18 AA 5473। উদ্ধার হওয়া গাড়ি থেকে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞরা নমুনা সংগ্রহ করছেন। গাড়িতে রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে সূত্রের খবর। পুলিশ সূত্রে খবর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে গাড়িটিকে শনাক্ত করা হয়। এরপরই গাড়ির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই গাড়িটিকে আনা হয়েছে নিউ টাউন থানায়। এদিকে, বাংলাদেশের সাংসদ খুনের তদন্তভার সিআইডি নিল। খুনের কথা স্বীকার করেছেন ধৃতরা বলে সূত্রের খবর। বডি পাওয়া যাইনি। ১৩ তারিখ এসেছিলো। ২২তারিখ আজ সকালে জানতে পারে খুনের কথা। তিনজন যে গ্রেপ্তার হয়েছে এই খুনের সঙ্গে কিভাবে তারা যুক্ত তা তদন্তের স্বার্থে এখনই প্রকাশ্যে আনছে না পুলিশ।

এদিকে পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, যে ফ্ল্যাটে বাংলাদেশের সাংসদ ছিলেন সেই ফ্ল্যাটটির মালিক হলেন সন্দীপ রায়। তিনি রাজ্য পুলিশের আবগারি দফতরে কর্মরত। সন্দীপ বাবু তার ফ্ল্যাটটি আকতার জামান নামে এক ব্যক্তিকে ভাড়া দিয়েছিলেন । ওই ব্যক্তি মার্কিন মুলুকের বাসিন্দা ছিলেন। যে গাড়িটি উদ্ধার হয়েছে সেই গাড়িটি করে বাংলাদেশের

সাংসদকে খুন করার পর তার মৃতদেহর বিভিন্ন অংশ নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ফেলা হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে,বাংলাদেশের সাংসদ খুনের ঘটনায় পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে বরানগরের সোনার ব্যবসায়ী গোপাল বিশ্বাসকে। বরানগর মন্ডল পাড়া এলাকায় গোপাল বিশ্বাসের বাড়িতে এসেছিলেন বাংলাদেশের ঝিনুকদহের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম। ১২ মে সন্ধ্যে ৭টার সময় তিনি ব্যবসায়ী গোপাল বিশ্বাসের বাড়ি এসেছিলেন।

এরপরই ১৭ ই মে থেকে নিঁখোজ ওই সাংসদ। তাই গোপাল বিশ্বাসকে পুলিশ দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিভাবে খুন হলেন ওই সাংসদ তার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ। গত ১২ মে চিকিৎসার জন্য গেঁদে সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম। প্রথমে উঠেছিলেন বরানগরে গোপাল বিশ্বাস নামে এক বন্ধুর বাড়িতে। ২ দিন সেখানে থাকার পর ১৪ তারিখ , ওই বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরোন বিশেষ কাজে যাচ্ছেন বলে। আজই ফিরে আসবেন বলে জানান তাকে। তবে তার পর দিনও সাংসদ না ফেরায় গোপাল বিশ্বাস থানায় গিয়ে নিখোঁজ ডায়েরি করেন। পুলিশের তরফেও তাঁকে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে ফোন সুইচ অফ পাওয়া যায়।

পুলিশ সূত্রে খবর কলকাতায় এসে ভারতের সিম ব্যবহার করছিলেন ওই সাংসদ। ১৪ মে বন্ধুর বাড়ি থেকে বের হওয়ায় সময় কার্যত খালি হাতেই বেরিয়েছিলেন তিনি। গত পাঁচ দিন ধরে তাঁর কোনও খোঁজ মিলছিল না। বাংলাদেশের গোয়েন্দা বিভাগ তদন্ত শুরু করে। পরে বিষয়টি নিয়ে ভারতের সঙ্গেও যোগাযোগ করে তারা। বুধবার সকালে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরে সংবাদ শিরোনামে উঠে আসে গোটা বিষয়টি।

মহিলাকে মারধরে পাঁচ বছরের জেল

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বাঁশের মাচা ভেঙে ফেলা কে কেন্দ্র করে এক মহিলাকে মারধর করার ঘটনায় এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করলো আদালত। দোষীকে ৫ মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বিচারক। বুধবার সাংবাদিকদের এমনটাই জানালেন বালুরঘাট জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী।

জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে। সেই সময় বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত পতিরাম এলাকার বাসিন্দা সুমল দাস নামে এক ব্যক্তির স্ত্রী কে মারধর করার অভিযোগ ওঠে তপন মন্ডল নামে এক ব্যক্তি সহ চারজনের বিরুদ্ধে। বাঁশের মাচা ভেঙ্গে ফেলা কে কেন্দ্র করে সুমল দাসের অনুপস্থিতে তাঁর স্ত্রী লতা রানী দাস কে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে মোট চারজনের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সুমল দাস। সেই ঘটনায় পুলিশ দু'জনের নামে চার্জশিট জমা দেয়। মামলাটি দীর্ঘদিন বালুরঘাট জেলা আদালতে চলার পর বুধবার জেলা আদালতের বিচারক মনোজ প্রসাদ মূল অভিযুক্ত তপন মন্ডল কে দোষী সাব্যস্ত করেন। এবং পাঁচ মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঘটিহারানিয়ায় বামেদের সভায় হামলা করার অভিযোগ

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অধিন কুলতলী বিধানসভার ঘটিহারানিয়াতে বামেদের সভায় হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আহত সিপিআই এম নেতা অপূর্ব প্রামানিক। চিকিৎসাধীন জয়নগর কুলতলী গ্রামীন হাসপাতালে, ১৯ নম্বর জয়নগর তপঃ লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সমর্থিত, আর এস পি প্রার্থী সমরেন্দ্র নাথ মণ্ডলের সমর্থনে ঘটিহারানিয়া বাজারে পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন জয়নগর বিধানসভার সিপিআইএমের বিধায়ক পদপ্রার্থী অপূর্ব প্রামানিক। তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে বক্তব্য ও দেন। সন্ধ্যা ছটা নাগাদ সভা চলে, শেষ হওয়ার পরে তিনি দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার মুহূর্তে একদল দুষ্কৃতী তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে লাথি চড় কিল ঘুষি মারতে থাকে। পরে তিনি কুলতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

কোলাঘাটের জনসভায় সোচ্চার নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোলাঘাট

আপনজন: রাজ্যের ষষ্ঠ দফার লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বুধবার তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের সাগরবাড় হাটের জনসভায় সন্ধ্যা থেকে চলা জনসভায় রাত্রি ন'টা নাগাদ দলীয় প্রার্থী মাহিউদ্দিন আহমেদের সমর্থনে ভোটের প্রচারে এসে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি-কে তীব্র আক্রমণ করেন আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী বাদ যায়নি বাম-কংগ্রেস। নেতা-য় নেতা-য় লড়াই চাই, জনগণ দেখতে চাই এই স্লোগান উত্থাপন করেন নওসাদ।

এদিনের এই প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যম দিয়ে নির্বাচনী প্রচারের ঝড় তুলল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। এদিনের এই সভা থেকে বক্তব্য রেখে ভোট প্রার্থনা করেন প্রার্থী মাহিউদ্দিন আহমেদ।

সভা থেকে মহম্মদ সেলিম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারী-কে সর্বদাই আক্রমণ শানান নওসাদ।

১০০ দিনের কাজের টাকা ও আবাস যোজনা নিয়ে বিজেপি-তৃণমূল তীব্র আক্রমণ করেন আইএসএফ চেয়ারম্যান নওসাদ সিদ্দিকী। এর পাশাপাশি এলাকার বুথ স্তরের নেতৃত্ব-কে কোন ঝামেলায় না জড়িয়ে পড়ার আহ্বান জানান তিনি।

ক্ষমতায় এসে ওবিসি সংরক্ষণকে তছনছ করেছে তৃণমূল: সেলিম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার ২০১০ সালের পর পশ্চিমবঙ্গে জারি করা সমস্ত অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) শংসাপত্র বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। মূলত তৃণমূল সরকারের আমলে ওবিসি স্বীকৃতি ও শংসাপত্র বাতিল নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের চরম সমালোচনা করলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এক বিবৃতিতে সেলিম বলেন, বামফ্রন্ট সরকার রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে গোটা দেশে একমাত্র ও সর্ব প্রথম ওবিসি সংরক্ষণকে ১৭ শতাংশ করে সংখ্যালঘু মূলত মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে যাঁরা পিছিয়ে পড়া তাঁদের শিক্ষা এবং চাকরিতে সংরক্ষণের অধিকার নিশ্চিত করেছিল। রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের নির্দেশিত পথেই এই কাজ করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। আগে থেকেই এই সংরক্ষণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। প্রয়াত সিপিআই(এম) সাংসদ মাসুদাল

হাসান ও তৎকালীন ওবিসি কমিশনের উদ্যোগে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে 'এ' এবং 'বি' ক্যাটাগরিতে ভাগ করে তালিকা করা হয়েছিল। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে ২০১০ সাল পর্যন্ত ওবিসি সংরক্ষণের যে তালিকা করা হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেলিম অভিযোগ করেন, ক্ষমতায় আসার পর থেকে মমতা সরকার ওবিসি সংরক্ষণকে তছনছ করে দিয়েছে। প্রতিটি সরকারি নিয়োগে, শিক্ষায়, বিজ্ঞাপন থেকে নিয়োগ কোথাও মমতা ব্যানার্জির সরকার সংরক্ষণের এই আইনকে মানেনি। সেলিমের দাবি, সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশকে সামনে আনতে যে উদ্দেশ্যে বামফ্রন্ট সরকার ওবিসি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু 'জনপ্রিয়' হওয়ার মোহে সেটাকে ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে একদিকে খোলামকুচির মতো শংসাপত্র বিলি করে যেমন দুর্নীতি করেছে, তেমনই কমিশন ও সংবিধানের নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে রাজনৈতিক স্বার্থে যা করেছেন তার ফলশ্রুতিতেই হাইকোর্টের এই রায়। সেলিম আরও বলেন, প্রতিদিন মমতা ব্যানার্জি ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা করে গেছেন। আর তাঁর ১২ বছরের আমলে নিয়োগ, নির্মান, প্রকল্প, আইন ও তার প্রয়োগ সবটাই ত্রুটিপূর্ণ। সিপিআই(এম) রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করছে, দ্রুত আদালতের নির্দেশ ও ওবিসি মানুষের চাহিদাকে মান্যতা দিয়ে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করে ভুল সিদ্ধান্ত শুধরে নেওয়ার। কিছুতেই পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থহানি আমরা মানবো না। তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে হবে। দরকার পড়লে পিছিয়ে পড়া মানুষ রাস্তায় নেমে এই সরকারকে উচিত শিক্ষা দেবে।

নিকাশি ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ চাঁচলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: নেই রাস্তা, নেই নিকাশির কোন ব্যবস্থা। আর এই বেহাল নিকাশির কারণেই জীবন অতিষ্ঠ এলাকাবাসীর। এলাকায় ঢুকতে পারছে না অ্যাম্বুলেন্স। বর্ষার আগে নিকাশির দাবিতে অভিনব বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। মাছের জাল অভিনব প্রতিবাদে সরব হলেন চাঁচল ১ নং ব্লকের মকদম পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের টেংড়িয়া পাড়া এলাকার সাধারণ মানুষ।

জানা গিয়েছে, বুধবার এক নাগাড়ের বৃষ্টিতে জলবন্দী গ্রাম।নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামের রাস্তায় হাটুসমান জল। কার্যত বন্ধ হয়েছে চলাচল।সাবমার্সিলও জলের তলায়। বৃষ্টিতে চরম দুর্ভোগ চাঁচল ১ নং ব্লকের মকদমপুর অঞ্চলের ট্যাংরিয়া পাড়া গ্রামে। এটা ইন্ডিয়া পাড়ার গ্রামের রাস্তা শহরে ঢোকার মূল প্রবেশ পথ। রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ তারা যাতায়াত করেন। কিন্তু দুদিনের হালকা মাঝারি বৃষ্টির ফলে রাস্তা কার্যত পুকুরে পরিণত হয়েছে। জল নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার কারণে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাঁটু সমান জল। সেই জল ভেঙে যাতায়াত করছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ। শুধু তাই নয়, জল যন্ত্রণার শিকার হয়েছেন হাসপাতালে যাওয়া অসুস্থ রোগী থেকে শুরু করে স্কুলের পড়ুয়ারা। জল ভেঙে রাস্তা দিয়ে যেতে মাঝ রাস্তায় খারাপ হয়ে যাচ্ছে এম্বুলেন্স। অগত্যা রোগীকে খাটিয়াই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে। এলাকায় তৈরি করা হোক নিকাশী ব্যাবস্থা, একাধিক দাবি নিয়ে বহুবার পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শাসকের দখলে থাকা পঞ্চায়েতে অনুন্নয়নের ছোঁয়া। দ্রুত নিকাশনালের দাবিতে বুধবার জলমগ্ন রাস্তায় অভিনব প্রতিবাদে সরর হলেন গ্রামবাসী। রাস্তা যখন জমা জলে কার্যত জলাশয়ের রূপ নিয়েছে। তখন সেখানে মাছের জাল ফেলে বিক্ষোভে সামিল হল স্থানীয়রা। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ। গ্রামবাসীদের দাবি দ্রুত নিকাশী নালা গড়ে তোলা হোক। না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের সামিল হলেন।

নাকা চেকিংয়ে ৭ লক্ষ টাকা সহ বিজেপির সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি এলাকায় বুধবার দুপুরে নাকা চেকিং - এর সময় প্রচুর টাকা উদ্ধার হয়। সঙ্গে বিজেপির পতাকা। চিঠি। খামে ভর্তি টাকা। ৭ লাখের বেশি টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।ভোটের মুখে বুথ পিছু ১০ হাজার টাকা করে বন্টন করতে যাওয়ার পথে নাকা চেকিং - এ ধরা পড়লো টাকার বাহক সহ প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক যুবকের ব্যাগ থেকে বিজেপির ফ্ল্যাগ ,পোলিং এজেন্ট এর ফর্ম সহ কাগজপত্র উদ্ধার হয়েছে। যা নিয়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, ভোট সম্মুখে রাজনৈতিক মহলে। যদিও ধৃত ব্যক্তি তার দাদার ব্যবসার টাকা নিয়ে যাচ্ছিল বলে দাবি করেছেন। ফ্ল্যাগ ,ফেস্টুন ,পুলিশ মিথ্যে ভাবে সাজাচ্ছে। এমনটাই অভিযোগ ধৃত ইন্দ্রজিৎ দাসের। তবে প্রতিটি খামের ১০ হাজার টাকা করে সাজানো কেন এ বিষয়ে ধৃত যুবক কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।ভোট সম্মুখে আর

তার আগেই পুলিশের এস এস টির নাকা চেকিংয়ে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা উদ্ধার হল। টাকার বাহক ইন্দ্রজিৎ দাসকে আটক করেছে পুলিশ।প্রতিটি সাদা খামে দশ হাজার টাকা করে রয়েছে।একটি এসি বাসে করে বিজেপি পার্টি অফিস থেকে হেঁড়িয়া নিয়ে যাচ্ছিল টাকার প্যাকেটগুলি, এমনটা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের খেজুরি থানা এলাকার হেঁড়িয়া তদন্ত কেন্দ্রের ইড়িঞ্চি ব্রিজের কাছে নাকা চেকিং এ ধরা পড়ে এবং সিজ হয় ওই টাকা। এমনটাই জানা গেছে পুলিশ সূত্রে। যদিও যার কাছ থেকে টাকার প্যাকেট পাওয়া গেছে ইন্দ্রজিৎ দাস জানিয়েছেন তার এক দাদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে হেঁড়িয়া যাচ্ছিলেন, দাদার একজন ব্যবসায়ীকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু প্রতিটি সাদা খামে ১০ হাজার টাকা করে কেন? এই বিষয়ে তার জানা ছিল না বলে জানান। তবে পুলিশ জানিয়েছে দীর্ঘ জেলার পর ওই টাকা বাহক জানিয়েছেন সে বিজেপি পার্টি অফিস থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল হেঁড়িয়া। শুধু তাই নয় , পুলিশি জেরায় ধৃত ব্যক্তি জানিয়েছেন কাঁথির বিজেপি পার্টি অফিস থেকে টাকার প্যাকেট নিয়ে খেজুরির বিভিন্ন বুথ সভাপতি এবং দলীয় কর্মীদের বন্টনের জন্য যাচ্ছিল। টাকার পাশাপাশি পাওয়া গেছে তার কাছ থেকে বিজেপির ফ্ল্যাগ ও পোলিং এজেন্টের ফর্ম ও কাগজপত্র সবটাই সিজ করেছে হেঁড়িয়া তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার রাতে উত্তর কলকাতার জোড়াবাগান এলাকাতেও এক মাছ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নাকা চেকিং পয়েন্টে উদ্ধার করে পুলিশ। ওই ব্যক্তি ও তার সঙ্গে থাকা ৮ লাখ টাকা মাছ ব্যবসার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে দাবি করেন।

রাস্তায় উপড়ে পড়া সরকারি গাছ সরানোর দাবিতে বিক্ষোভ নলহাটিতে

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: প্রায় দু লক্ষ টাকার সরকারি গাছ উল্টে অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল পরিবারের লোকজন। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের আটকুলা গ্রামে। বাড়ির মালিক কুমোরুদ্দিন শেখের অভিযোগ, আজ থেকে দুমাস আগে সজল ধরা প্রকল্পে আমার বাড়ির পাশে ক্যানেলে জলের কাজ করার জন্য জেসিবি মেশিনে মাটি কাটার সময় এই শিশু গাছের শিকড় কেটে যায়। যার ফলে তার বাড়ির দিকে গাছটি বিপদজনক অবস্থায় ঝুঁকে পড়ে। এ ব্যাপারে নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ করলেও তিনি তার কোন সুরাহা করেননি বলে অভিযোগ। এদিন সকালে বৃষ্টির সময় দমকা হাওয়ায় গাছটি হঠাৎ করে তার বাড়ির টিনের ছাউনির উপর হুড়মুড়িয়ে পড়ে যায়।ফলে বাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান পরিবারে সদস্যরা।বাড়ির টিনের ছাউনির উপর গাছপাড়া বিকট আওয়াজে পাড়ার লোকজন ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে। বর্তমানে গাছটি মাটির বাড়ির উপর

বিপদজনক অবস্থায় আটকে পড়ে। খবর শুনে ঘটনাস্থলে আসেন শীতলগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাহিনা খাতুন এবং নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের বিডিও রজত রঞ্জন দাস। গাছটি বিপজ্জনক অবস্থা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিডিও গাছ কাটার লোকজন ডাকলে শীতলগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শাহিনা খাতুন গাছ তুলতে বাধা দেন। কারন তাঁর পঞ্চায়েত এলাকার গাছ তিনি সেই গাছটি তার পঞ্চায়েত উন্নয়নের কাজেই লাগাবেন বলে তার দাবি। ফলে পঞ্চায়েত এবং ব্লক অফিসের মধ্যে গাছ তোলাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় টানাপোড়ান। ঘটনাস্থলে গ্রামবাসীরা শীতলগ্রাম পঞ্চায়েতকে গাছ তুলে নেওয়ার পক্ষে বিডিওকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিডিও রজত রঞ্জন দাস। পরিস্থিতি সামাল দিতে লোহাপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌঁছান।শেষ পর্যন্ত তিনি শীতলগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে গাছটি উদ্ধার করার জন্য নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে গাছটি নিলামে বিক্রী করে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলেন। অবশেষে স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং ব্লক অফিসের টানাপোড়নের মীমাংসা হওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির উপর গাছ উদ্ধার কাজ শুরু করে শীতলগ্রাম পঞ্চায়েত।

কাকলির সমর্থনে পদযাত্রা

আপনজন: বিজেপি হারছে, ইন্ডিয়া জোট আসছে স্লোগানে মুখরিত হয়ে বারাসত ও বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও হাজী শেখ নূরুল ইসলাম এর সমর্থনে মিছিল সমাপ্তি করে পথসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা জেলা পরিষদের ভুমি ও বন কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষ, মনোয়ারা বিবি,ইফতেখার উদ্দিন, সাহাবুদ্দিন আলি,সাকিব আহমেদ, সহিদুল ইসলাম,আসাদ আলী প্রমুখ।

প্রথম নজর

আল-আকসায় ছাগল বলি দেওয়ার চেষ্টা ইহুদি তরুণীর

আপনজন ডেস্ক: জেরুজালেম নগরীতে অবস্থিত পবিত্র আল-আকসা মসজিদে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছাগল নিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন এক ইহুদি তরুণী। তিনি তার জামার নিচে ছাগলটি রেখেছিলেন।

এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, ওই তরুণী অন্তঃস্বত্তার ভান করে আল-আকসার ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে পুলিশ কর্মকর্তারা ছাগলের ডাক শুনতে পান এবং তরুণীর জামার নিচে কোনো কিছু নড়তে দেখেন। এরপর ওই তরুণীকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া ছাগলটিও দমবন্ধ হয়ে মারা যায়।

গত কয়েক বছর ধরে উগ্রবাদী ইহুদিরা জেরুজালেম শহরের পবিত্র এ স্থানে প্রাণী বলি দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। যেটি বিবলিক্যাল সময়ে হতো।

প্রত্যেক বছর পাসওভারের আগে আল-আকসা মসজিদে পশু বলি দেওয়ার চেষ্টা চালায় উগ্রবাদী ইহুদিরা। তবে দখলদার ইসরায়েলের কর্মকর্তারা এই অনুমতি দেয় না। কারণ তাদের ধারণা, আল-আকসায় পশু বলি দিতে দিলে পবিত্র এ স্থানের পবিত্রতা রক্ষার যে নীতি আছে সেটি লঙ্ঘন হবে এবং ওই অঞ্চল থেকে তাদের ওপর ব্যাপক চাপ আসবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ওপর হঠাৎ চড়াও ব্রিটিশ পুলিশ কর্মকর্তা!

আপনজন ডেস্ক: হুইলচেয়ারে বসে থাকা এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পাঁচ থেকে ছয়টি ঘুষি মারার পাশাপাশি তার গলা চেপে ধরেছেন যুক্তরাজ্যের এক পুলিশ কর্মকর্তা।

এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, গত সোমবার (২০ মে) গ্রেট ইয়ারমাউথের একটি দোকানের পাশে এ ঘটনা ঘটে। শারীরিকভাবে অক্ষম ওই ব্যক্তিকে পুলিশ কর্মকর্তার মারধর করার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। মারধর করার পর ওই প্রতিবন্ধীকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় নরফোক পুলিশ বিভাগ দাবি করেছে, ওই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পুলিশ কর্মকর্তাকে বোতল দিয়ে মারতে গিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি গালাগালও করছিলেন।

ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশের প্রধান ইন্সপেক্টর এ নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের মতামত এবং ওই ঘটনায় যে শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে সে বিষয়টি আমরা বিবেচনা করছি এবং এটি আমাদের তদন্তের অংশ হবে।

তিনি আরো বলেছেন, "সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে এ ব্যাপারে আমরা জানি। বিষয়টি প্রফেসনাল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনে রেফার করেছি এবং আমরা বিষয়টির বিষদ তদন্ত করছি। যার মধ্যে রয়েছে পুলিশ কর্মকর্তার গায়ে থাকা ক্যামেরাও।"

৪৩ বছর বয়সী এক নারী, যিনি ওই ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ছিলেন– তিনি জানিয়েছেন, ওই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নাচছিলেন এবং গান গাইছিলেন। তখন পুলিশ কর্মকর্তা তাকে থামাতে আসেন।

প্রত্যক্ষদর্শী নারী বলেছেন, বিয়ারের বোতল হাতে তিনি (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) ওঠার চেষ্টা করছিলেন। আমার মনে হয় পুলিশ সদস্য ভেবেছিলেন তার দিকে তিনি বোতল ছুড়ে মারবেন। এরপর ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন পুলিশ সদস্য তাকে ঘুষি মারছে।

রাইসির জানাজায় ইমামতি করলেন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা খামেনি

আপনজন ডেস্ক: ইরানে মর্মান্তিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হওয়া প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির জানাজার নামাজ পড়িয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি।

বুধবার (২২ মে) স্থানীয় সময় সকালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

জানাজার এ নামাজের একটি ভিডিও খামেনির এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, বৃদ্ধ খামেনি লাঠিতে ভর করে হাসিমুখে মরদেহগুলোর কাছে এগিয়ে আসছেন। এরপর তিনি সমবেত সকলকে নিয়ে জানাজার নামাজ পড়েন।

গত রোববার (১৯ মে) রাতে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ইরানের প্রেসিডেন্ট। ওই সময় তার সঙ্গে একই হেলিকপ্টারে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেন আমিরাব্দুল্লাহিয়ানসহ আরো আটজন।

প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ যে ৯ জন এ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তাদের সবার জানাজাই আজ বুধবার পড়িয়েছেন খামেনি।

রাইসির জানাজার নামাজে কয়েক লাখ মানুষ অংশ নিয়েছেন। যার মধ্যে অসংখ্য নারীও ছিলেন। নারী ও পুরুষ উভয়ই কালো কাপড় পড়ে এসেছিলেন।

৬৩ বছর বয়সী রাইসি ২০২১ সালে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ধার্মিক হিসেবে পরিচিত রাইসি ইরানের পরবর্তী ধর্মীয় নেতা হবেন বলেও ধারণা করেছিলেন অনেকে। তবে তার আগেই হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তিনি।

রাইসির চিফ অব স্টাফ জানিয়েছেন, হেলিকপ্টারটি মাটিতে আছড়ে পড়ার সাথে সাথেই প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেন আমিরাব্দুল্লাহিনসহ মোট সাতজন প্রাণ হারান। এই সময় শুধু বেঁচে ছিলেন একজন। কিন্তু দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়া ওই ব্যক্তি তিন ঘণ্টা পর মারা যান। তিনি মারা যাওয়ার আগে দুর্ঘটনা সম্পর্কে অন্যদের অবহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আল জাজিরাকে সহযোগিতার অভিযোগে এপির সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করল ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে নিষিদ্ধ কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরাকে সংবাদ সরবরাহের অভিযোগে মার্কিন বার্তাসংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) এর সম্প্রচার সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেছে ইসরায়েল। মঙ্গলবার টাইমস অফ ইসরায়েলের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ইসরায়েলে বার্তা সংস্থা এপির একটি ক্যামেরা ও সম্প্রচার সরঞ্জাম জব্দ করেছে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা। তারা অভিযোগ করেছে, বার্তা সংস্থাটি ইসরায়েলে নিষিদ্ধ সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে ছবি সরবরাহ করে ইসরায়েলের নতুন মিডিয়া আইন লঙ্ঘন করেছে।

এ সময় কর্মকর্তারা বলেন, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে ক্ষতি করে, এমন যেকোনো সম্প্রচারকে সীমিত করার জন্য যত ধরনের পদক্ষেপ নিতে হয়, সব পদক্ষেপ নেয়া অব্যাহত থাকবে।

বার্তা সংস্থা এপি ইসরায়েলের এই পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে। তারা বলেছে, কাতারি স্যাটেলাইট চ্যানেলটি তাদের অন্যতম সংবাদগ্রাহক। তারা বার্তা সংস্থাটি থেকে নিয়মিত লাইভ ভিডিও ফিড গ্রহণ করে থাকে।

বার্তা সংস্থাটির কর্পোরেট কমিউনিকেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট লরেন ইস্টন বলেছেন, আমরা ইসরায়েলের এহেন পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাই, তারা যেনো আমাদের সরঞ্জাম ফিরিয়ে দেয়। আমরা যেনো বিশ্বের হাজার হাজার গণমাধ্যমকে এই গুরুত্বপূর্ণ ভিজ্যুয়াল সাংবাদিকতা প্রদান চালিয়ে যেতে পারি।'

উল্লেখ্য, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর সেডরোটে এপি অফিস থেকে সরঞ্জামগুলো জব্দ করেন। তারা এপিকে যোগাযোগ মন্ত্রী শ্লোমো কার্হির স্বাক্ষরিত একটি নথি হস্তান্তর করেছে। সেখানে অভিযোগ করা হয় যে বার্তাসংস্থাটি দেশের বিদেশী সম্প্রচারকারী আইন লঙ্ঘন করছে।

সরঞ্জাম জব্দ করার কিছুক্ষণ আগে বার্তাসংস্থাটি উত্তর গাজার একটি দৃশ্য সম্প্রচার করছিল। সেখানে এলাকাজুড়ে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে।

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিচ্ছে ইউরোপের ৩ দেশ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে ও স্পেন। এরমধ্যে নরওয়ে এবং স্পেন বলছে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পদক্ষেপটি আগামী ২৮ মে থেকে কার্যকর হবে। এছাড়া আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস বলেছেন, তার দেশ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে।

নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গর স্তোর বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান ইসরায়েলের স্বার্থের জন্যই ভালো। এ সময় তিনি জানান, তাঁর দেশ ফিলিস্তিনকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবে ২৮ মে। তিনি বলেন, যদি (ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে) স্বীকৃতি না দেওয়া হয়, তবে মধ্যপ্রাচ্যে কখনোই শান্তি আসবে না।

নরওয়ের ঘোষণার একটু পরই আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সিমন হ্যারিস এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, তার দেশও শিগগির ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে। তিনি বলেন, আজ আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে ও স্পেন ঘোষণা দিচ্ছে যে, আমরা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছি। এই দেশগুলো এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ সময় তিনি বলেন, আমি আত্মবিশ্বাসী যে, অন্যান্য দেশও আমাদের পথ অনুসরণ করবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

এদিকে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ আজ বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, তার দেশের মন্ত্রিপরিষদ আগামী ২৮ মে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই সানচেজ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

এদিকে, এই তিন দেশের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা যেন বজ্রাঘাত করেছে তেল আবিবে। ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাতজ নরওয়ে, আয়ারল্যান্ড ও স্পেনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ে থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন।

ইসরায়েল কাতজ বলেছেন, আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ে আজ ফিলিস্তিনি এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে একটি বার্তা পাঠাতে চায়। সেটি হলো, তারা সন্ত্রাসবাদকে গুরুত্ব দেয়।

তিনি আরো বলেন, ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে ইউরোপীয় দেশগুলোর স্বীকৃতি চরমপন্থা ও অস্থিতিশীলতায় ইন্ধন দেবে এবং তাদের হামাসের হাতের পুতুল করে তুলবে।

সৌদি বাদশাহ কেমন আছেন, জানালেন যুবরাজ

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ সুস্থ আছেন। মঙ্গলবার বাদশাহর চিকিৎসার পর ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান এই তথ্য জানান। সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ) জানিয়েছে, যারা বাদশাহর স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন তাদের সবার প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বাদশাহ সালমান ফুসফুসের সংক্রমণ চিকিৎসার অংশ হিসেবে অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি নিতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরপর ২৪ ঘণ্টার নিয়মিত চেকআপের পর তিনি জেদ্দার কিং ফয়সাল হাসপাতাল ছেড়ে যান। এর আগে, ৮৮ বছর বয়সী বাদশাহ ফয়সাল সর্বশেষ এপ্রিলে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। দেশটির সরকারের পক্ষ থেকে বাদশাহর শারীরিক অবস্থার খবর সামনে আনার ঘটনা সচরাচর ঘটে না। কিন্তু গত এপ্রিলে রয়েল কোর্ট জানায়, নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার জন্য বাদশাহকে কিং ফয়সাল স্পেশালিস্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও এর পরদিনই হাসপাতাল ছাড়েন তিনি। এর আগে ২০২২ সালের মে মাসে বাদশাহ সালমানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ওই সময় তার কোলোনস্কপি করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এক সপ্তাহের বেশি সময় হাসপাতালে ছিলেন তিনি। ২০২২ সালের মার্চেও সালমানকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এসপিএ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নেতানিয়াহুকে গ্রেফতার করবে নরওয়ে!

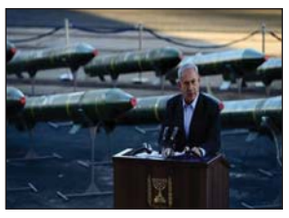

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) কৌঁসুলি করিম খান। ইসরায়েলে হামাসের হামলা এবং এর ধারাবাহিকতায় গাজায় চলমান যুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এ আবেদন করেন তিনি।

এমন পরিস্থিতিতে পরোয়ানা জারি হলেই নেতানিয়াহুকে গ্রেফতারের ঘোষণা দিয়েছে নরওয়ে। প্রথম ইউরোপীয় দেশ হিসেবে এ ঘোষণা দিল দেশটি। বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে তুর্কি বার্তাসংস্থা আনাদোলু

নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসপেন বার্থ এইডে বলেছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে ওয়ারেন্ট জারি হলে নেতানিয়াহুকে গ্রেফতার করতে 'বাধ্য'এই দেশ।

নরওয়ের একটি অনলাইন পোর্টালে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, নেতানিয়াহু নরওয়ে সফরে আসলে তাকে গ্রেফতার করে প্রত্যর্পণ বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পন করা হবে বলে নিশ্চিত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসপেন বার্থ এইডে। তিনি আরো বলেন, আমরা আশা করি যে আইসিসির সমস্ত সদস্য দেশ একই কাজ করবে।

নাইজেরিয়ায় বন্দুকধারীদের হামলা, নিহত অন্তত ৪০

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ার উত্তর-মধ্যাঞ্চলীয় প্লাতিউ রাজ্যে বন্দুকধারীদের হামলায় অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছেন। হামলাকারীরা মোটরসাইকেলে করে এসে সেখানকার খনি সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর নির্বিচারে হামলা চালায়।

এ সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর পাশাপাশি তাদের বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার প্লাতিউ রাজ্যের স্থানীয় সরকার এই তথ্য জানিয়েছে বলে খবর দিয়েছে এএফপি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৮ মি.

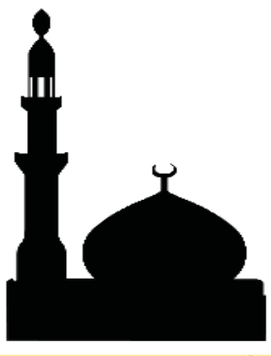

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৩	৪.৫৩
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.১০	
মাগরিব	৬.১৮	
এশা	৭.৩৬	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

নতুন প্রেসিডেন্ট পেল এবার ভিয়েতনাম

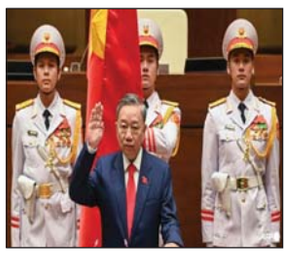

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ভিয়েতনামের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন দেশটির জননিরাপত্তামন্ত্রী তো লাম।

বুধবার (২২ মে) ভিয়েতনামের পার্লামেন্ট তাকে এ পদে নিয়োগ দিয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। বিশ্লেষকদের ধারণা, এর মধ্য দিয়ে পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন দল কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার ক্ষেত্রে লাম এক ধাপ এগিয়ে গেছেন।

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ায় তিন দেশে থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার ক্ষুব্ধ ইসরায়েলের

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতির ঘোষণা দেওয়ায় ইউরোপের তিন দেশ আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে ও স্পেনে নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতদের প্রত্যাহার করেছে তেল আবিব। এসব দেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের অবিলম্বে ইসরায়েলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ। অপরদিকে ইসরায়েলে নিযুক্ত আয়ারল্যান্ড, স্পেন এবং নরওয়ের রাষ্ট্রদূতদের তলব করছে তেল আবিব। জানা গেছে, তাদের গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি নারীদের অপহরণের ভিডিও দেখানো হবে। ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ বলছেন, এই ভিডিও দেখানো হবে যাতে রাষ্ট্রদূতরা উপলব্ধি করতে পারেন তাদের সরকার কেমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ বলেন, 'আজকের ঘোষণা ফিলিস্তিনি মানুষ ও বিশ্বকে একটি বার্তা দিয়েছে। সেটা হলো সন্ত্রাসবাদ দিয়ে অর্জন হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসী সংগঠন হামাস হলোকাস্টের পর ইহুদিদের ওপর সবচেয়ে বড় গণহত্যা চালিয়েছে। জঘন্য যৌন সহিংসতা দেখিয়েছে। ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে স্পেন, নরওয়ে এবং আয়ারল্যান্ড হামাসকে পুরস্কৃত করার পথ বেছে নিয়েছে।'

যুক্তরাষ্ট্রে শক্তিশালী টর্নেডোর তাণ্ডব, বহু হতাহত

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপশ্চিমাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য আইওয়ার ছোট শহর গ্রিনফিল্ডে তাণ্ডব চালিয়েছে শক্তিশালী টর্নেডো। হাসপাতালসহ প্রচুর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ বলছে, টর্নেডোর ফলে একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তবে তারা কোনো সংখ্যা দেয়নি। এছাড়া অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের চিকিৎসার জন্য অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আইওয়া স্টেট পেট্রোলের অ্যালেক্স ডিংকলা বলেছেন, 'আমি খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আমরা উদ্ধার ও ত্রাণে ব্যস্ত। কেউ নিখোঁজ কি না, সেটাও খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। গ্রিনফিল্ড হাইস্কুলে ত্রাণকেন্দ্র খোলা হয়েছে।'

মঙ্গলবার (২১ মে) এই টর্নেডোর আঘাতে দুই হাজার বাসিন্দার এই শহর তছনছ হয়ে গেছে। শহরে বুধবারের আগে বাইরের মানুষ ঢুকতে পারবেন না বলে কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছে। সাংবাদিকদেরও মঙ্গলবারের মধ্যে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে।

গ্রিনফিল্ডে টর্নেডোর তাণ্ডবে বাড়ি ভেঙে পড়েছে, আসবাবপত্র ছড়িয়ে আছে, গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টর্নেডোর ফলে অনেক বাড়ি ভেঙে পড়েছে। গাছ উপড়ে গেছে। গাড়ি ভেঙে গেছে। চারপাশে ভাঙা টুকরো ছড়িয়ে আছে। আবাসিকরা একে অন্যকে সাহায্য করছেন।

বার্তাসংস্থা এপিকে শহরের বাসিন্দা প্যাক্সটন বলেছেন, তিনি বাড়ির বেসমেন্টে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

১৬০টিরও বেশি ভূমিকম্পে কাঁপল ইতালির নেপলস, ব্যাপক আতঙ্ক

আপনজন ডেস্ক: ইতালির দক্ষিণাঞ্চলে নেপলসের আশপাশের এলাকায় অনেকগুলো ভূমিকম্পের পর বাড়িঘর খালি করা হয়েছে এবং বহু স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সময় সোমবার সন্ধ্যা ও রাতে ১৬০টিরও বেশি ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে। সবচেয়ে শক্তিশালী ৪ দশমিক ৪ মাত্রার কম্পন পোজুলি শহরের কাছে স্থানীয় সময় রাত ৮টার দিকে অনুভূত হয়। ইতালির ভূপদার্থবিদ্যা ও আগ্নেয়গিরি বিষয়ক জাতীয় ইনস্টিটিউট (আইএনজিভি) বলছে, অঞ্চলটিতে ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প এটি।

নেপলসের মেয়র গায়েতানো মানফ্রেদি স্বীকার করেছেন যে, বাসিন্দারা ভয় পেয়ে থাকতে পারে। তবে কর্মকর্তারা পরিস্থিতি নজর রাখছে বলে জানান তিনি।

ভূমিকম্পের পর পোজুলিতে শতাধিক তাবু টানানো হয়। কিছু বাসিন্দা রাতের বেশিরভাগ সময় রাস্তাতেই কাটিয়েছে। কেউ কেউ আবার অন্য জায়গায় আত্মীয়দের কাছে চলে যায়। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, গত কয়েক মাসে কমমাত্রার কয়েকদফা ভূমিকম্প হওয়ার কারণে বেশ কয়েকটি পরিবার এলাকা ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৩৯ সংখ্যা, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ১৪ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

বক্তব্যের ভাষা

কূটনৈতিক ভাষা ও শিষ্টাচারের মান কী হইবে তাহা লইয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ফাউন্ডেশন ও সংস্থার গাইডলাইন রহিয়াছে। যেমন—ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, পেস ইউনিভার্সিটি (নিউ ইয়র্ক), আজারবাইজান ইউনিভার্সিটি বা ডিপ্লো-ফাউন্ডেশনসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যায়, যাহারা এই বিষয় সুস্পষ্ট করিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে কূটনৈতিক শিষ্টাচার ও ভাষা লইয়া যাহারা লিখিয়াছেন তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকই শুধু নন, বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা অর্জনকারী ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে স্টিফেন গ্যাসিলির 'দ্য ল্যাংগুয়েজ অব ডিপ্লোম্যাসি', অ্যালান জেমসের 'এ ডিকশনারি অব ডিপ্লোম্যাসি', রেমন্ড কোয়েনের, 'দ্য নেগোসিয়েশন অব কালচার' জোসেফ এ নায়ার 'সফট পাওয়ার'সহ অনেক বহুল পঠিত গ্রন্থ রহিয়াছে। ইহা পড়িলে বা জানিলে কূটনীতিক বা রাজনীতিবিদ শুধু নহেন, সাধারণ্যেও বিশেষভাবে জানিবেন। তবে সকল কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ বা উচ্চ কর্মকর্তাকে যে এই সকল গ্রন্থ ও গবেষণা পড়িয়া কথা বলিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই, প্রয়োজনও নাই। জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবর যে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা জানিতে ইতিহাস পাঠ করিবার প্রয়োজন পড়ে নাই, পৃথিবী যে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘোরে তাহা জানিতেও মহাকাশ বিজ্ঞান পড়িতে হয় না। অর্থাত্ কমন সেন্স হইতেই মানুষ একটা জ্ঞান রাখে, যাহা দিয়া বৈতরণি পার হওয়া যায়। আমরা বহু মহান নেতাকে দেখিয়াছি, যাহারা কোনো গাইডলাইন না পড়িয়াও বহু প্রশংসনীয় শিষ্টাচার বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, রাজনীতি ও কূটনীতিতে অনুকরণীয় হইয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানিদের বহু অন্যায়ের কথা তুলিয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু কখনো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অপমানসূচক কথা বলেন নাই। এমন নেতাও আমরা দেখিয়াছি, চোখের সামনে তাহার ভোট লুট হইতে দেখিয়াও মিডিয়ার কাছে বক্তব্য তুলিয়া ধরার সময় শিষ্টাচার বজায় রাখিতে কার্পণ্য করেন নাই। ইহাই পরিণত মানুষের বোধ ও বুদ্ধি।

কূটনীতি হয় দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক এবং বিভিন্ন ফোরামে। একজন কূনীতিক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান বা বাংলা—কোন ভাষায় কথা বলিবেন তাহার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। তবে তিনি কী বলিলেন, কী ধরনের টোন ব্যবহার করিলেন তাহাই মুখ্য। কূটনীতিতে কিছু সততা থাকিতে হইবে বলিয়াও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তাহারা বলেন, অন্য পক্ষের সহিত যদি কোনো চুক্তি, কোনো সমঝোতা করিতে গিয়া জনগণের অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, অথবা পার্লামেন্টে হইচই বাধিয়া যাওয়ার দেখেন, তাহা হইলে অপরপক্ষের নিকট তাহা রাখঢাক করিতে বারণ করিয়াছেন। এমনকি একটি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অতি সতর্কতার উপদেশ দিয়াছেন। সর্বোপরি যে কোনো আলোচনায়, চুক্তিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিষয়ে মন্তব্যে সর্বদা স্বাভাবিক ভদ্রতা অপরিহার্য বলিয়া তাহারা মনে করেন। যদি কোনো দেশের সহিত বৈরী সম্পর্কও তৈরি হয়, সেই ক্ষেত্রেও ন্যূনতম শালীনতা ও কূটনৈতিক ভাষা ব্যবহার অপরিহার্য। সকলের মনে রাখিতে হইবে, একটি শব্দ বা বাক্য ব্যয়ে একটি দেশের উপর ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক প্রভাব পড়িতে পারে।

কিন্তু অতি-বর্তমান বিশ্বে, বিশেষ করিয়া উন্নয়নশীল দেশে আমরা ভিন্ন চিত্র দেখিতে পাই। অত্যন্ত দায়িত্বশীল পদে থাকিয়া দেশবিদেশের প্রতিপক্ষের প্রতি যে ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাহা শিষ্টাচারের কোনো স্তরেই বিবেচনা করা যায় না। বরং অনেকের কথা শুনিলে মনে হয়, পান-দোকানি আর আছিয়ার মায়ের চরম ঝগড়ায় ব্যবহৃত শব্দাবলিকেও যেন হার মানায়। যেই সকল পরিণত রাজনীতিবিদ এখনো বিদ্যমান রহিয়াছেন, সকল কিছু অবলোকন করিতেছেন; সেই সকল পরিণত নেতারা বিভিন্ন দেশে দায়িত্বশীল পদে বহাল রহিয়াছেন, তাহারা নীরবে হাসেন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। সমাজে যাহার যে অবস্থান, সেই অবস্থানকে বুঝিতে পারা এবং সেই অনুসারে কথা বলিতে ও শিখিতে পারাও একটি যোগ্যতা বিবেচনা করা এখন একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

•••••••••••••

ফিরে দেখা: রাজীব গান্ধির ওপর আত্মঘাতী হামলার আগের রাতে সিনেমা দেখেন খুনিরা/১

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধী ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ু রাজ্যে নির্বাচনী প্রচার চালাতে গিয়ে আত্মঘাতী বোমায় নিহত হন। ওই মামলায় দোষী সাব্যস্ত সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছে তাঁর পরিবার। হত্যাকারীদের কেউ কেউ মারা গেছেন। বাকিরা এরই মধ্যে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আমাদের বিশেষ আয়োজনে আজ থাকছে ভারতের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী হত্যাকাণ্ডের আদ্যোপান্ত। লিখেছেন **শাহজাহান সিরাজী..**

পাঞ্জাবের খালিস্তানপন্থী আন্দোলন দমনে কঠোর ছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। এ নিয়ে তাঁর ওপর শিখ সম্প্রদায়ের ক্ষোভ ছিল। সর্বশেষ ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে খালিস্তানপন্থী আন্দোলনকারীদের নেতাসহ তাঁর অনুসারীদের ধরতে শিখদের পবিত্র স্থান গোল্ডেন টেম্পলে সামরিক অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পর শিখ সম্প্রদায়ের ক্ষোভের মাত্রা এতটাই তীব্র ছিল যে খোদ তাঁর দুই দেহরক্ষী খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন।

মা ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর মাত্র সাত বছর পর একই ভাগ্য বরণ করতে হয়েছিল ছেলে রাজীব গান্ধীকে। প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কায় শান্তি ফেরাতে তামিল টাইগার বিদ্রোহী ও সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা নিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এ জন্য শ্রীলঙ্কার তামিল অধ্যুষিত অঞ্চলে ১৯৮৭ সালে ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী (আইপিকেএফ) পাঠিয়েছিল তাঁর সরকার। কিন্তু তাঁর এই পদক্ষেপকে ভালোভাবে নেয়নি তামিলরা। ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ু রাজ্যের চেন্নাইয়ে (তৎকালীন মাদ্রাজ) নির্বাচনী প্রচার চালাতে গিয়ে তামিলদের আত্মঘাতী বোমায় প্রাণ দিতে হয়েছিল তাঁকে।

রাজীব গান্ধী নিহত হওয়ার সাত বছর পর ১৯৯৮ সালে ভারতের একটি টাডা আদালত হত্যা মামলায় ২৬ আসামির সবাইকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। পরে সুপ্রিম কোর্ট মাত্র চারজনকে মৃত্যুদণ্ড ও বাকি তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। অন্যদের খালাস দেওয়া হয়। মানবিক দিক বিচার করে পরে ২০০০ সালে নলিনী শ্রীহরনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত। পরে ২০১৪ সালে বাকি তিনজনের মৃত্যুদণ্ডাদেশও বাতিল করা হয়। তাদেরও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

২০২২ সালের ১১ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট দণ্ডপ্রাপ্ত সাতজনকে মুক্তির আদেশ দিয়ে তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ এনে দিয়েছিলেন। প্রায় ৩৩ বছর পর নলিনী, জয়কুমার ও পেরারিভালান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতে পরিবারের সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। শ্রীলঙ্কার নাগরিক হওয়ার কারণে বাকি চারজনকে তিরুচির বিশেষ কারাগারে রাখা হয়। চারজনের মধ্যে শুধু সানথান শ্রীলঙ্কায় ফিরে যেতে রাজি হয়েছিলেন। অবশ্য পরে তিনি অসুস্থ হয়ে বিশেষ কারাগারে মারা যান।

চলতি বছরের এপ্রিলে বাকি তিনজন মুরুগান, রবার্ট পায়াস ও জয়কুমার কারাগার থেকে মুক্তি পান। তাঁরা শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো হয়ে নিজেদের শহর জাফনায় ফিরে গেছেন।

পাইলট থেকে প্রধানমন্ত্রী

ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন রাজীব গান্ধী। ওই সময়ে বিশ্বেও তিনি বোধ করি সবচেয়ে কম বয়সী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর মা ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ৪৮ বছর বয়সে। আর তাঁর নানা জওহরলাল নেহরু যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।

১৯৪৪ সালের ২০ আগস্ট বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) জন্ম নেন রাজীব গান্ধী। তাঁর যখন জন্ম হয়, তার তিন বছর পর স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের জন্ম। তাঁর নানা জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী হলে তাঁর পরিবার লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লি চলে আসে। প্রায় কাছাকাছি সময়ে তাঁর বাবা ফিরোজ গান্ধী পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন।

রাজীব গান্ধীকে প্রথমে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের ওয়েলহাম প্রেপ স্কুলে ভর্তি করা হয়। অবশ্য কিছুদিন পর তিনি ও তাঁর ভাই সঞ্জয়কে সেখানেই ধুন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। স্কুলজীবন শেষে তিনি যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে এবং কিছুদিন পরে ইম্পেরিয়াল কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি যন্ত্রকৌশলে পড়াশোনা করেন।

রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম হলেও ভারতের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতির প্রতি খুব একটা আগ্রহ ছিল না। তাঁর সহপাঠীদের তথ্য অনুযায়ী, তাঁর থাকার ঘরের কক্ষটি বিজ্ঞান আর প্রকৌশলের বইয়ে ঠাসা ছিল। দর্শন, রাজনীতি বা ইতিহাসের বই ছিল না বললেই চলে। তবে সংগীতের প্রতি তাঁর বিশেষ টান ছিল। আলোকচিত্র আর অ্যামেচার রেডিওর প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

আকাশে ওড়ার ব্যাপারে রাজীব গান্ধীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। যুক্তরাজ্য থেকে পড়ালেখা শেষে দেশে ফিরেই তিনি বাণিজ্যিক পাইলটের লাইসেন্স নেন। পরে ভারতের রাষ্ট্রীয় উড়োজাহাজ প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসে পাইলট হিসেবে চাকরি নেন। কেমব্রিজে পড়াশোনার সময় রাজীবের পরিচয় হয় ইতালি বংশোদ্ভূত সোনিয়া ম্যাইনোরের সঙ্গে। তিনি পড়তেন ইংরেজিতে। পরে ১৯৬৮ সালে তাঁরা দিল্লিতে বিয়ে করেন। দুই সন্তান রাহুল ও

প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে নিয়ে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনে থাকতেন। সেখানে রাজনীতির মানুষের ব্যাপক আনাগোনা থাকলেও তিনি থাকতেন নিজের মতো। সেই বাসার গমগমে রাজনীতি তাঁকে একটুও আলোড়িত করেনি।

ভাই সঞ্জয় গান্ধী বেঁচে থাকতে কখনো রাজনীতির ধারেকাছে আসেননি রাজীব। ১৯৮০ সালের ২৩ জুন বিমান দুর্ঘটনায় ভাই নিহত হলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। মা ইন্দিরা গান্ধী এবং নানামুখী চাপে তাঁকে মনোভাব পাল্টাতে হয়। ভাই সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর ১৯৮১ সালের জুনে উত্তর প্রদেশের আমেথি থেকে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে লোকসভায় আসেন। একই সময়ে তিনি কংগ্রেসের যুব সংগঠন ইন্ডিয়ান যুব কংগ্রেসের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হন।

সঞ্জয় গান্ধী রাজনৈতিকভাবে 'নির্দয়' ও 'স্বেচ্ছাচারী' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বলা হয়ে থাকে ভারতে ১৯৭৫ থেকে '৭৭ পর্যন্ত ইন্দিরার জরুরি অবস্থা জারির পেছনে তাঁর হাত ছিল। সেই তুলনায় রাজীব ছিলেন বেশ উদার। তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দলের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। কোনো কিছুতে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিতেন না।

ভারতের ইতিহাসে ভয়াবহ এক বিয়োগান্ত ঘটনা, একই সঙ্গে তাঁকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়ে এসেছিল। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর দুই দেহরক্ষীর গুলিতে ইন্দিরা গান্ধী নিহত হন। মায়ের মরদেহ রেখে ওই দিনই তাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে শপথ নিতে হয়েছিল। পরে ওই বছরের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত লোকসভা ভোটে তাঁর দল কংগ্রেস বিপুল জয় পায়। ভারতের ইতিহাসে একক দল হিসেবে ৫০৮ আসনের মধ্যে ৪০১ আসনে জয়ী হয়ে রেকর্ড গড়ে।

মায়ের মতো রাজীবও পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে নিরুৎসাহিত করেন। তবে এসব ঠিকমতো সামলে নিতে পারেননি। এরই মধ্যে নানা আর্থিক কেলেঙ্কারির কারণে তাঁর নেতৃত্ব অকার্যকর হয়ে ওঠে। ফলে ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে তিনি পদত্যাগ করেন। ওই বছর অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে তাঁর দল পরাজিত হয়। তিনি হন লোকসভার বিরোধীদলীয় নেতা। তবে ভিপি সিংয়ের নেতৃত্বাধীন সেই জোট সরকার বেশি দিন স্থিতিশীল হতে পারেনি। ১৯৯১ সালে সেই সরকার ভেঙে দেওয়া হয়। আবার ক্লান্তিহীন নির্বাচনী প্রচারে নামেন রাজীব গান্ধী। তামিলনাড়ু রাজ্যে প্রচারে গিয়ে আত্মঘাতী বোমায় তিনিসহ ১৬ জন নিহত হন।

রাজীবকে হত্যার ছক

রাজীব গান্ধী ১৯৮৭ সালে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জুনিয়াস রিচার্ড জয়াবর্ধনের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন। ওই চুক্তির আওতায় শ্রীলঙ্কায় আইপিকেএফ মোতায়েন করা হয়েছিল। আইপিকেএফ মোতায়েনের পরই পরিস্থিতি পাল্টে যেতে থাকে। লিবারেশন টাইগারস অব তামিল ইলমের (এলটিটিই) বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের বিভিন্ন সময় লড়াই হতে থাকে। এতে ভারতের কয়েক হাজার সেনাও নিহত হয়েছিলেন।

রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় এলে শ্রীলঙ্কার জাফনায় আইপিকেএফ মোতায়েন করতে পারেন এমন একটা ধারণা ছিল লিবারেশন টাইগারস অব তামিল ইলমের (এলটিটিই) নেতা ভিলুপিল্লাই প্রভাকরণের। তাই ১৯৯০ সালের অক্টোবরে জাফনার জঙ্গলে এক বৈঠকে তিনি রাজীব গান্ধীকে হত্যার নির্দেশ দেন।

জাফনা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার না করলে তৎকালীন ভি পি সিংয়ের সংখ্যালঘু সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি দিয়েছিল বিজেপি। সরকার টেকানোর স্বার্থে তিনি ওই সময় শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করেন। এরপর নানা সংকটে ভিপি সিংয়ের সরকারের পতন হলে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আবার রাজীব গান্ধীর ক্ষমতায় আসার ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল।

১৯৯০ সালের অক্টোবর থেকে প্রভাকরণ তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ বেবি সুব্রামেনিয়াম, মুরুগান, মুথুরাজা ও শিবারাসনকে নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করতে থাকেন। সব মিলিয়ে 'এক চোখা জ্যাক' হিসেবে পরিচিত শিবারাসনকে রাজীব গান্ধী হত্যার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তামিলনাড়ুর এম করুণানিধির নেতৃত্বাধীন ডিএমকে সরকার এলটিটিইর প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল ছিল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জাফনা আর তামিলনাড়ুতে বসে রাজীব গান্ধী হত্যার ছক ঠিক করেছিল ষড়যন্ত্রকারীরা।

মুথুরাজা আর সুব্রামেনিয়াম প্রথমে মাদ্রাজে (বর্তমান চেন্নাই) দলে ভেড়ান তামিলনাড়ুর দল দ্রাবিড় কাজাগাম (ডিকে) কর্মী ভাগ্যনাথনকে। তাঁর সুবাদে দলে আসেন তাঁর বোন নলিনী। এভাবে মাদ্রাজে একে একে তাঁদের দলে আলোকচিত্রী হরিবাবু, রবি শংকরন, পিয়াস, জয়কুমারন আরিভুসহ অনেকে যুক্ত হন।

সবকিছু চূড়ান্ত হওয়ার পর এলটিটিইর সদস্য ধানু ওরফে গায়ত্রী ও শুভা ওরফে শালিনিকে আত্মঘাতী হামলার জন্য বেছে নেন শিবারসারন। ঘটনাচক্রে দুজনই তাঁর আত্মীয়। তাঁদের জাফনা থেকে মাদ্রাজ এনে নলিনীর বাসায় রাখা হয়। এরপর তাঁদের আত্মঘাতী হামলা চালানোর জন্য কোমরে বোমা বেঁধে রাখতে বেল্ট বানানো হয়। ২১ মে মূল হামলা চালানোর আগে ১৮ এপ্রিল মাদ্রাজের মেরিনা সৈকতে জয়ললিতার সভা এবং ১২ মে থিরুভাল্লুরে ভিপি সিং ও করুণানিধির সভায় দুবার আত্মঘাতী হামলার মহড়া চালানো হয়।

জয়ললিতার সমাবেশে আত্মাঘাতী হামলাকারীরা মঞ্চের খুব কাছে যেতে পারেননি। তবে ভিপি সিংয়ের সভায় তাঁরা সফল হন। হরিবাবু ফটোসাংবাদিক হিসেবে মঞ্চের খুব কাছে চলে যান। সঙ্গে আত্মঘাতী হামলাকারীদের নিয়ে যেতেও সক্ষম হন।

সফল দুই আত্মঘাতী মহড়ার পর আসে চূড়ান্ত সময়। ২১ মে মাদ্রাজের কাছে শ্রীপেরুমবুদুরে আসছেন এলটিটিইর আসল টার্গেট রাজীব গান্ধী। হামলার আগের দিন ষড়যন্ত্রকারীরা ছিলেন খুব খোশমেজাজে। বিশেষ করে আত্মঘাতী স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য ধানু ছিলেন একেবারে স্বাভাবিক। রাতে সবাই মিলে সিনেমা দেখেন। ২১ মে বিকেল চারটায় নলিনী, ধানু, শুভা ও শিবাসারন আর হরিবাবু কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধীর সমাবেশের উদ্দেশে রওনা দেন। তার আগে হরিবাবুর কাজ ছিল ফুলের মালা কেনা।

শ্রীপেরুমবুদুরে পাঁচজন গিয়ে মঞ্চের কাছাকাছি অবস্থান নেন। একপর্যায়ে সেখানে আনসুয়া কুমার নামে পুলিশের নারী উপপরিদর্শক তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। হরিবাবু নিজেকে ফটোসাংবাদিক পরিচয় দিয়ে ধানুকে দেখিয়ে বলেন, তিনি রাজীব গান্ধীর গলায় মালা দেবেন। সেই ছবি তুলবেন তিনি। শুভা আর নলিনী ভিড়ের মধ্যে অবস্থান। শিবাসারন মঞ্চের একেবারে কাছে অবস্থান নেন। তাঁর কাছে পিস্তল ছিল। আত্মঘাতী হামলা ব্যর্থ হলে তিনি গুলি চালাবেন। ধানু আর হরিবাবু অবস্থান নিলেন লালগালিচার পাশে। এই পথ দিয়ে মঞ্চে যাবেন রাজীব গান্ধী।

রাত ১০টার দিকে রাজীব গান্ধী অনুষ্ঠানস্থলে আসেন। এ সময় মানুষ তাঁর গলায় মালা দিতে ভিড় শুরু করেন। পুলিশ কর্মকর্তা আনসুয়া আবার ধানুকে বাধা দেন, যেন রাজীবের কাছাকাছি যেতে না পারেন। কিন্তু রাজীব গান্ধী তাঁকে বলেন, সবাইকে সুযোগ দিন। এরপর আনসুয়া সরে যান। এতে অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাণে বেঁচে যান। ধানু ঝুঁকে রাজীবের পা স্পর্শ করার ভান করেন। এ সময় রাজীব গান্ধী তাঁকে তুলতে যান। এরই মধ্যে ধানু ডান হাতে থাকা বোমার সুইচে চাপ দেন।

বিস্ফোরণের পরপরই শুভা আর নলিনী বাসস্ট্যান্ডের দিকে চলে যান। সেখানে তাঁরা শিবারাসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তিনি দুজনকে জানান, রাজীব, ধানু আর হরিবাবু নিহত। সেখান থেকে অটোরিকশা নিয়ে তাঁরা চলে যান। নলিনী আর মুরুগান জাফনায় পালিয়ে যেতে মাদ্রাজ থেকে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু কঠোর নিরাপত্তা থাকায় তাঁরা সীমান্ত পাড়ি দিতে পারেননি।

ব্যর্থ হয়ে তাঁরা আবার মাদ্রাজে ফিরে আসেন। সেখানেই তাঁরা ধরা পড়লে এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায়। তাঁদের তথ্যের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়, আরিভু, পিয়াসহ অন্যদের।

তাঁদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে জানা যায়, পুরো ঘটনার পেছনে ছিলেন এলটিটিই নেতা ভিলুপিল্লাই প্রভাকরণ।

পরবর্তী অংশ আগামীকাল

সৌ: প্র: আ:

মোদি-আরএসএস দূরত্ব বেড়ে চলেছে, বিজেপি সভাপতির ইঙ্গিত

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাচন চলাকালীন বিজেপি সভাপতি জগৎ প্রকাশ (জেপি) নাড্ডার কিছু মন্তব্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সঙ্গে শাসক দলের সম্পর্ক নিয়ে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপির সঙ্গে আরএসএসের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। দূরত্ব বেড়েছে।

নাড্ডার ওই মন্তব্য নিয়ে আরএসএস যেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি, তেমনই বিজেপি থেকেও নতুন কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। আগামী দিনে দুই সংগঠনের সম্পর্ক কোন দিকে এগোবে, তা নির্ভর করছে লোকসভা নির্বাচনের ফলের ওপর। পঞ্চম দফার ভোটের ঠিক আগে বিজেপি সভাপতি নাড্ডা সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিক দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সাক্ষাৎকার দেন। অটল বিহারি বাজপেয়ীর আমল থেকে শুরু করে এ সময়ে সংঘের ভূমিকায় কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কি না, তা জানতে চাওয়া হলে নাড্ডা বলেন, 'আগে আমরা (বিজেপি) অক্ষম ছিলাম। ছোট (দল হিসেবে) ছিলাম। তাই তখন আরএসএসের প্রয়োজন ছিল। এখন আমরা অনেক বড় হয়ে গেছি। পুরোপুরি সক্ষম। বিজেপি এখন নিজের শক্তিতেই চলতে শিখেছে।'

এই উত্তরের পিঠে নাড্ডার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তা হলে কি ধরে নিতে হবে—বিজেপির এখন আরএসএসকে প্রয়োজন নেই? জবাবে নাড্ডা বলেছেন, 'প্রশ্নটা প্রয়োজনের নয়। দল এখন অনেক বড় হয়েছে। প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত, সচেতনও। আরএসএস সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন, বিজেপি রাজনৈতিক। ওরা আদর্শ অনুযায়ী ওদের কাজ করে। আমরা আমাদের কাজ করি। আমরা আমাদের দায়িত্ব নিজেদের মতো করে পালন করছি। রাজনৈতিক দলের সেটাই করা উচিত।'

বিজেপি ও আরএসএস একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল ও পরিপূরক বলে যে ধারণা এত দিন পর্যন্ত ছিল, এই সাক্ষাৎকার তা পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিল। নাড্ডার কথার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট, বিজেপির ভালোমন্দ এখন তারাই ঠিক করতে পারে। নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে তুলতে পারে। আরএসএসের হাত বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। যে ভঙ্গিতে নাড্ডা এই কথাগুলো বলেছেন, তাতে পরিষ্কার, দল ও সরকার পরিচালনাকে কেন্দ্র করে সংঘের সঙ্গে বিজেপির মতপার্থক্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। ব্যবধান এতটাই বেড়ে গেছে যে বিজেপি এখন সংঘের কোনো ভূমিকাই গ্রহণযোগ্য মনে করছে না।

বিজেপি সভাপতির কথা থেকে এটাও স্পষ্ট, এতকাল আরএসএস ছিল যন্ত্রী, বিজেপি যন্ত্র। এখন বিজেপিই সর্বেসর্বা। নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। আরএসএস বাহুল্যমাত্র।

আগামী বছর আরএসএস শতবর্ষে পা দেবে। সেই সন্ধিক্ষণে নাড্ডার এ মন্তব্যের কার্যকারণ নিয়ে নানা মহলে নানা অভিমত শোনা যাচ্ছে। অধিকাংশের ধারণা, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদি ক্রমে

এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন যে দল ও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি অন্য কারও পরামর্শের প্রয়োজন অনুভব করছেন না। তাঁর সাফল্য যে পুরোপুরি তাঁরই, সেটাই তিনি প্রতিপন্ন করতে চান। সেই সাফল্যের ভাগীদার আর কাউকে হতে দিতে তিনি চান না। তাই সংঘের ভূমিকাকে তিনি এভাবে অস্বীকার করতে পারছেন।

এ ধারণার কারণ, তাঁর মনোনীত সভাপতি সংঘ ও বিজেপির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার কোনো প্রতিবাদ বা সংযোজন প্রধানমন্ত্রী দেননি। ফলে মনে করা হচ্ছে, মোদি যা জানাতে চান, যে বার্তা তিনি সংঘ ও অন্যদের দিতে চান, তা তিনি নাড্ডা মারফত জানিয়ে দিলেন। এর মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, দল ও সরকারকে নিজের মতো করে চালাতে তিনি সক্ষম। এভাবে চালিয়েই তিনি সফল হয়েছেন। এভাবেই চলবেন। সংঘের পরামর্শ তাই অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয়। প্রশ্ন হলো, নির্বাচন যখন চলছে, তখন সংঘকে এ বার্তা নরেন্দ্র মোদি কেন দিতে গেলেন?

সাংবাদিক ও লেখক নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই 'মোদি মানসিকতার' একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'নরেন্দ্র মোদি: দ্য ম্যান, দ্য টাইমস' ও 'দ্য আরএসএস: আইকনস অব দ্য ইন্ডিয়ান রাইটস'–এর লেখক আজ বুধবার এ বিষয়ে প্রথম আলোকে বলেন, 'সংঘ ও বিজেপির সম্পর্ক নিয়ে এমন মন্তব্য কেউ কোনো দিন করেননি। তাই চমকে গিয়েছিলাম। চার দিন হয়ে গেল এ নিয়ে বিজেপির সর্বেসর্বা (মোদি) কোনো মন্তব্যও করেননি। ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, নাড্ডার এ মন্তব্য আলটপকা নয়। তিনি যা বলেছেন, তা মোদিরই কথা। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, আরএসএস-বিজেপি সম্পর্কে কোথাও একটা বড়সড় বদল ঘটে গেছে।'

নীলাঞ্জন বলেন, বাজপেয়ীর সময়েও বিজেপির পরিচালনায় আরএসএস বড় ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি ২০১৩ সালে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর সংঘ যখন মোদিকে প্রধানমন্ত্রিত্বের মুখ হিসেবে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেয়, তখনো সেই ভূমিকা অটুট ছিল। কিন্তু মোদি ধীরে ধীরে প্রথমে দলে একাধিপত্য স্থাপন করলেন, পরে সংঘের প্রতি নির্ভরতা কমিয়ে দিলেন। ২০১৯ সালে দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি নিজেই হয়ে উঠলেন দেশ, সরকার ও দলের নিয়ন্তা। দল ও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে উপেক্ষা করতে লাগলেন সংঘের যাবতীয় নির্দেশ।

নীলাঞ্জনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, আরএসএস কখনো ব্যক্তিপূজার পক্ষপাতী নয়। আদর্শচ্যুতিও তাদের ঘোর অপছন্দ। দুটি ক্ষেত্রেই মোদি নিজেকে ব্যতিক্রমী করে তুলেছেন। নিজেকে তিনি সংগঠনের চেয়ে বড় মনে করছেন। গড়ে তুলেছেন 'পারসোনালিটি কাল্ট'। সরকারে টিকে থাকার জন্য আদর্শের বালাই না রেখে তিনি যথেচ্ছভাবে দল বাড়িয়ে গিয়েছেন। এবারের ভোটে বিজেপি যতজনকে প্রার্থী করেছে, তার এক-তৃতীয়াংশ অন্য দল থেকে যোগ দেওয়া। ওই প্রার্থীদের মধ্যে ৮০ শতাংশ আবার কংগ্রেসি, যে দলের সঙ্গে আরএসএসের লড়াই আদর্শগত।

নীলাঞ্জন মনে করেন, এ কারণে এবার নির্বাচনী প্রচারে সংঘ সেভাবে সক্রিয় হয়নি। যে প্রার্থীরা শুরু থেকেই সংঘের আদর্শে দীক্ষিত, যেমন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাবেক সভাপতি দিলীপ ঘোষ কিংবা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ি ও রাজনাথ সিং, তেমন কিছু হাতে গোনা প্রার্থী ছাড়া আরএসএসকে এবার প্রচারে দেখা যাচ্ছে না। সেটাই সম্ভবত মোদির ক্ষোভ ও অভিমানের কারণ। আর এ কারণেই নাড্ডা মারফত এ বার্তা দিয়ে মোদি সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন, সংঘ সক্রিয় না হলেও তিনি সরকার গড়বেন। তিন শতাধিক আসন জিতে হ্যাটট্রিক করবেন। নীলাঞ্জনের কথায়, মনে হয়, নাড্ডাকে দিয়ে ওই কথা বলিয়ে মোদি তাঁর ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। বোঝাতে চেয়েছেন, সংঘ গা ঝাড়া না দিলেও আরও একবার তাঁর ক্ষমতাসীন হওয়া আটকাবে না। সংঘকে বলতে চেয়েছেন, 'তোমরা মাঠে নামনি, তবু আমি জিতব।'

বিজেপির সঙ্গে আরএসএসের আদর্শগত এ সংঘাত আরও বাড়বে মোদি তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হলে। নীলাঞ্জন মনে করেন, কিন্তু কোনোভাবে ২৭২ ম্যাজিক ফিগারের কাছাকাছি গিয়ে বিজেপি যদি থমকে যায়, আরএসএসের কাছে তখন নরেন্দ্র মোদিকে নতজানু হতে হবে। রাজনীতির প্রবাহ তখন অন্য খাতে বইবে।

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

রাইসির ইন্তেকালে শোক আমীরে জামাআতের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নয়া দিল্লি

আপনজন: ইরানের রাষ্ট্রপতি ড. সাইয়েদ ইব্রাহিম রাইসি, বিদেশমন্ত্রী হুসেন আমীর আব্দুল্লাহিয়ান ও তাঁদের সফরসঙ্গীদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানালেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের সর্বভারতীয় সভাপতি সাইয়েদ সাদাতুল্লাহ হোসায়েনি। এক প্রেস বিবৃতিতে তিনি ইরানবাসীকে শোক ও সমবেদনা জানিয়ে বলেছেন, আজারবাইজানের ভারজাকান অঞ্চলে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরান সরকারের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদাধিকারী এবং উর্ধ্বতন আধিকারিক ও কর্মকর্তাদের মর্মান্তিক ইন্তেকালে আমরা শোকাহত। বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে শোকবার্তায় তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ড. রাইসির ইন্তেকাল শুধু ইরানের জন্য নয়, সমগ্র মুসলিম দুনিয়া তথা মুসলিম উম্মাহর জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা এই শোকের সময় ইরানের জনগণের পাশে রয়েছি। আমীরে জামাআতের কথায়, প্রেসিডেন্ট ড. রাইসি ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা এবং দূরদর্শী রাষ্ট্রনেতা। যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দেশ শাসন তথা সরকার পরিচালনায় জনগণের স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে, জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর শাসন পশ্চিমা বিশ্বের কাছেও প্রশংসা পেয়েছিল এবং একইসঙ্গে প্রতিরোধী স্পর্ধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। কারণ, পশ্চিমারা অর্থনৈতিক শোষণের জন্য নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিয়ে মাথানত করে বশ্যতা স্বীকার করাতে মরিয়া প্রয়াস চালায়। ইরানের প্রেসিডেন্ট ড. রাইসি কিন্তু তাঁর পূর্বসূরীদের মতোই পশ্চিমাদের কাছে মাথানত করেননি।

হজযাত্রীদের সেবায় অসমের বিধায়ক করিম

এ এ মামুন বড়ভূইয়া ● অসম

আপনজন: একজন জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব ও কর্তব্য কি ,তা বাস্তবে করে দেখালেন অসমের রাজনীতিতে অন্যতম পরিচিত মুখ তথা এআইইউডিএফ বিধায়ক আলহাজ করিম উদ্দিন বড়ভূইয়া সাজু। অন্যান্য বারের মতো এবারও হজযাত্রীদের সেবা করে বেশ প্রশংসিত হলেন সোনাই সমষ্টির বিধায়ক করিম উদ্দিন বড়ভূইয়া সাজু। শুধুমাত্র হজযাত্রীদের সেবার উদ্দেশ্যে গঠন করেছিলেন এক শক্তিশালী টিম। নাম দেওয়া হয়েছিল "সাজু টিম "। সাজু টিমের প্রতিজন সদস্য রাতদিন পরিশ্রম করে হজযাত্রীদের সেবা করছেন । বিধায়ক করিম উদ্দিন বড়ভূইয়া সাজু অন্যান্য কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখে শুধুমাত্র হজযাত্রীদের সেবায় নিজের টিম কে নিয়ে যেভাবে সার্ভিস দিয়ে চলছেন, যা বেশ প্রশংসনীয় বটে এবং সাধুবাদের যোগ্য। হজযাত্রীদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজেও হজযাত্রীদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। এতে অনেক হজযাত্রী বিধায়ক সাজুর ভূয়সী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখাগেছে এবং বিধায়কের সুস্বাস্থ্য কামনা করে দোয়া ও করছেন ।

তাপপ্রবাহে পুড়ছে লিচু, জামাইষষ্ঠীতে দাম হতে পারে ১৫০ টাকা কেজি

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: তাপপ্রবাহে পুড়ছে লিচু, জামাইষষ্ঠীতে রসালো লিচুর দাম ছাড়াতে পারে ১৫০ টাকা কেজি। বৃষ্টিই রক্ষা করতে পারে লিচুকে দাবি কৃষকদের।তীব্র তাপদাহে গাছেই ফেটে যাচ্ছে লিচু।নষ্ট হচ্ছে সুমিষ্ট এ ফলের প্রাকৃতিক স্বাদ। দাবদাহ থেকে ফসল রক্ষায় তাই নির্ধারিত সময়ের আগেই গাছ থেকে পেড়ে বাজারে নিচ্ছেন লিচু চাষিরা।২৮ থেকে ৩২ সেলসিয়াস ডিগ্রি তাপমাত্রা লিচু ফলনের জন্য সবচেয়ে ভালো। কৃষ্ণগঞ্জ, শান্তিপুর,ফুলিয়া,নাকাশিপড়া, মুড়াগাছা সহ বিভিন্ন ব্লকে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে।নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আশঙ্কায় বাগান থেকে লিচু তুলে বাজারে সরবরাহ করতে শুরু করেছেন চাষিরা। তবে আগে সংগ্রহ করা লিচু মানে ভালো না হওয়ায় বিক্রি অনেকটাই কম। শান্তিপুরে বাজারে কয়েক শ কৃষক লিচু নিয়ে বাজারে এসেছেন লিচু ব্যবসায়ী সুজন মণ্ডল বলেন, লিচুর মৌসুমে এর আগে কোনো বছর এত গরম পড়েনি।গরমের জন্য গাছে লিচু রাখা যাচ্ছে না।সবাই লিচু পেড়ে ফেলছেন। অধিকাংশ লিচুতে দাগ আছে,অনেক লিচু ফেটে গেছে।বাজারে খুচরো বিক্রি হচ্ছে ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজি। দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে কালবৈশাখী দেখা গেলেও তা যথেষ্ট ছিল না।এর ফলে লিচু চাষ ক্ষতির মুখে পড়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা। লিচু-আম ইত্যাদি গ্রীষ্মকালীন ফল বরাবরই নদিয়া জেলায় ব্যাপক পরিমাণে উৎপাদিত হয়।বৃষ্টিপাতের অভাবে লিচুর কুড়ি অধিকাংশই শুকিয়ে গিয়েছে। এর উপর লিচুতে পোকার আক্রমণ আছে।ফলে এইবার ভাল লিচু যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তা দিয়ে লাভ তো দূরের কথা,চাষের খরচও উঠবে না বলে কৃষকদের আশঙ্কা।

চিকিৎসায় গাফিলাতিতে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগে বিক্ষোভ

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: চিকিৎসায় গাফলাতির অভিযোগ উঠলো পুরুলিয়ার ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত ঝালদা ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। নিজের বাড়ি থেকে নিজেই টোটো চালিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি হয়েও তাঁর আর বেঁচে থাকা হলো না। আর এই যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে স্থানীয় ঝালদা থানার পুলিশের সঙ্গে স্থানীয়দের প্রথমে বচসা ও পরে ধুন্ধুমার এর ঘটনা ঘটল। কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকায় পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিবারের দাবি ভর্তির সময় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন ডাক্তার ছিলেন না। একজন মহিলা দিদি এসে ইনজেকশন দেওয়া হয় ওই যুবককে তার কিছুক্ষনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। জানা যায় মৃত যুবকের নাম সমীর দে (২২)। বাড়ি ঝালদা পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডে। ঘটনার খবর ছড়াতেই উত্তেজনা ছড়াতে থাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্র চত্বরে। এবিষয়ে মৃত যুবকের জেঠু শঙ্কর দে এর অভিযোগ এদিন সকালে ছেলের বুক ব্যাথা হচ্ছিল। তার মা কে নিয়ে নিজে টোটো চালিয়ে এসে ঝালদা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হয়। দীর্ঘক্ষন ধরে ডাক্তার ছিলেন না এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। পরে হাসপাতালের একজন দিদি এসে দুটি ইনজেকশন দেন ছেলেকে। তার কিছুক্ষন পরই ছেলে সমীর মারা যায়। সমীরের বাবা অসীম দে ভিন রাজ্য কাজ করেন। এটা সম্পুর্ন চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ বলেও তিনি সুর চড়ান। ভুল চিকিৎসা করার কারণেই আমার ভাইয়ের একমাত্র ছেলে বুধবার মারা গেল বলেও তার অভিযোগ। আমি সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ। একমাত্র ভরসা ছিল ছেলে এখন ছেলে চলে যাওয়ায় আমি অসহায় হয়ে গেলাম। এমন ভুল চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত শাস্তির দাবী তুলেছেন কর্তব্যরত ডাক্তার ও নার্স দের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে ঝালদা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিক ডা: দেবাশীষ মন্ডল ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উড়িয়ে বলেন চিকিৎসা ভুল করা হয়নি। ময়না তদন্তে সব ধরা পড়ে যাবে। আমরাও চাই ময়না তদন্তে সঠিক কি কারনে মারা গেল তা ধরা পড়ুক তারপর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে বেলা বাড়তেই ধীরে ধীরে এলাকাবাসীরা ভিড় জমতে থাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চত্বরে। উত্তেজিত হয় জনতা। ছুটে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী তারপরই শুরু পুলিশের সঙ্গে উত্তেজিত জনতার বচসা। আর এরই মাঝে একটি ঢিল এর আঘাতে আহত হন ঝালদা থানার কর্তব্যরত একজন এ.এস.আই বলে দাবি পুলিশের। তারপরই উত্তেজিত জনতা কে ছত্রভঙ্গ করতে তেড়ে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। বেশ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলাকে পাকড়াও করে পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি নেপাল মাহাতো বলেন , স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসে পরিবার ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: দেবাশিস মন্ডলের সাথে কথা বললাম। মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল এখানে এসে জানতে পারি এটা কোনো নতুন ঘটনা নয় এর পূর্বেও এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে কারণ মৃত যুবকের ইসিজি রিপোর্টও স্বাবাভিক ছিল বলে জানিয়েছে চিকিৎসক। এর পরই ইনজেকশন দেওয়ার পর কেন মৃত্যু হলো তর তাজা যুবকের ? স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠতেই পারে সাধারণ মানুষের মধ্যে। আমি এখানের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কে সতর্ক করে দিয়েছি যাতে আগামী দিনে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর কখনও না ঘটে। তা নাইলে আমি পদক্ষেপ নিতে একপা পিছুপা হবো না।

একটুও কালির দাগ নেই দাবি করে ভোট দেওয়ার আর্জি প্রতিমা মণ্ডলের

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: তৃতীয়বার লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে লড়তে চলেছি এক ফোঁটা ও কালো কালির দাগ নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বার আমার উপর ভরসা রেখে তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রার্থী করছে মানুষের সেবার জন্য গতবারে যেমন এলাকার মানুষের স্বচ্ছ পরিষেবা দিয়ে এসেছি তেমন স্বচ্ছ পরিষেবা দেবো আপনারা আমার ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন বুধবার বিকালে মগরাহাট যুগদিয়া এলাকায় পথযাত্রা শেষে যুগদিয়া ডাক্তার খানা মোড়ে পথসভায় এমনটাই দাবি করেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল। দেশের সপ্তম দফা নির্বাচনের আগে বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা জোরকদমে প্রচার শুরু করেছে। ১লা জুন সপ্তমদফা নির্বাচনে যাতে সাধারণ মানুষের ভোট পেয়ে জয়লাভ করতে পারে তারজন্য বুধবার বিকালে যুগদিয়া এলাকার প্রায় তিন কিলোমিটার পথযাত্রা করে শেষে পথসভা করেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি দাবি করেন আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে আপনাদের সেবা করতে এসেছি একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ২০১৪ সাল থেকে গত দশবছর ধরে আপনাদের সেবা করে যাচ্ছি একটুও কালি আমার গায়ে নেই । আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার উপর ভরসা করেছে দায়িত্ব দিয়েছে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোটদিন আবার পাঁচ বছর স্বচ্ছ ভাবে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করবো। এদিন এই পদযাত্রা ও পথসভা হয় অঞ্চল সভাপতি ইন্নুস মল্লিক ও যুগদিয়া অঞ্চল সভাপতি বাবুল সহ স্থানীয় নেতৃত্বরা।

মসজিদে মসজিদে এসি, প্রচন্ড গরমে ইমামদের ঠাঁই তবু সিঁড়ির তলায়!

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: খণ্ডঘোষের ইমাম সংগঠনের সভাপতি মোল্লা সদরুল আলম কয়েকদিন আগে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমান সমাজের মানুষদের কাছে এক বার্তা দিয়েছেন । প্রচন্ড তাপদাহে যখন মানুষের জীবন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা । গরমে পূর্ব বর্ধমানের বেশিরভাগ মসজিদ যখন এসির ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে মসজিদের ইমামদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে মসজিদের সিঁড়িতে। যদিও পূর্ব বর্ধমানের অল্প কিছু মসজিদে ইমামদের থাকার ব্যবস্থা ভালো আছে কিন্তু ৯৫% মসজিদে ইমামদের থাকার ব্যবস্থা এতটাই ভয়ঙ্কর যেটা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। সদরুল সাহেব এই গরমে ইমামদের থাকার একটা ভালো ব্যবস্থা করার আকুল আবেদন জানিয়েছেন। খুবই দুঃখজনক ব্যবস্থা মুসলিম সমাজের আর্থিক উন্নতি হয়েছে কিন্তু মানসিক উন্নতি ঘটেনি। সবচেয়ে কম পয়সায় ইমাম রাখার প্রবণতা মসজিদ কমিটির। অনেক মসজিদ কমিটির কর্মকর্তারা মসজিদ কে নিজের বাপত্তি সম্পত্তি মনে করে ।তাদের আব ভাব যেন নিজের পকেট থেকে মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনকে বেতন দিচ্ছেন । ইমাম মুয়াজ্জিনদেরকে একেবারে বাড়ির চাকর বাকরদের মত ব্যবহার করেন ।মসজিদ কেন পরিষ্কার হয়নি, বাথরুম কেন নোংরা ? এই সব হাজারো প্রশ্ন শুনতে হয় ইমামদের। ইমামদের একটা পরিবার থাকে তাদের স্ত্রী সন্তান পরিবার আছে তা অনেকেই ভুলে যান। তাদের ছুটির দিকে সেভাবে নজর দেওয়া দেয়া হয় না। তারা স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়াবেন, ধর্মীয় কাজ করবেন সেটা করতে বাধাপ্রাপ্ত হন । পয়সা দিয়ে ভাল আলেম উলামা মসজিদে রাখলে সেই এলাকার মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হবে ,মানুষ মসজিদ মুখী হব। মসজিদে যারা আজান দেন তাদের বেতন আরো কম । কম পয়সায় ইমাম মুয়াজ্জিন রাখার ফলে তাদের ধর্মীয় জ্ঞান অনেক সময় কম হওয়ার ফলে মুসলমান সমাজ লাভের থেকে ক্ষতির সম্মুখীন বেশি হন। পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টর রমজান আলী মুসলমান সমাজকে ভালো পয়সা খরচা করে ইমাম মুয়াজ্জিন রাখার আবেদন জানিয়েছেন। মাদ্রাসা দারুল উলুম এর সম্পাদক তথা সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন বলেন সময় হয়ে এসেছে মুসলিম সমাজের আলেম উলামা ইমাম দেরকে প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করা, ইমামদের প্রকৃত বেতন দেওয়া। আর সেটা করা হলে মুসলমান সমাজ আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মাসিমা বলে ডেকে গলার সোনার চেন ছিনতাই দুষ্কৃতিদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মাসিমা বলে ডেকে গলা থেকে সোনার চেন ছিঁড়ে নিয়ে চম্পট দুষ্কৃতিদের, চাঞ্চল্য বিষ্ণুপুরে। সাত সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সোনার চেন খোয়া গেল এক বৃদ্ধার। যেমনটাই সানির সাথে জানতে পারা যাচ্ছে বিষ্ণুপুর পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের আকঞ্জি ডাঙ্গার বাসিন্দা গীতা ব্যানার্জি প্রতিদিনের মতো আজও এলাকায় প্রাতঃভ্রমণ বেরিয়েছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে উকিলপাড়ায় যখন এসে পৌঁছায় ওই বৃদ্ধা তখন দুই যুবক একটি মোটর বাইক নিয়ে রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ওই বৃদ্ধা ওই যুবকদের পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া মাত্রই মাসিমা বলে ডাকেন এক যুবক। অপর যুবক বৃদ্ধার গলা চেপে ধরে এবং বৃদ্ধার গলায় থাকা প্রায় লক্ষাধিক টাকার একটি সোনার চেইন নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল এক কাজের মহিলা পাশে পড়ে থাকা বাশ নিয়ে দুষ্কৃতীদের উদ্দেশ্যে ধাওয়া করে ওই কাজের মহিলা ততক্ষণে এলাকা থেকে উধাও দুষ্কৃতীরা। এরপর বৃদ্ধা মহিলা বাড়িতে এসে ছেলে বৌমাকে সম্পূর্ণ কথা জানালে পরিবারের পক্ষ থেকে বিষ্ণুপুর থানায় গিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। তবে দিনের আলোতে শহরের বুকে এই ধরনের ছিনতাই এর ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্যকর পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয়দের দাবি তারা নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন পুলিশ এর ব্যবস্থা করুক।

খবর সংগ্রহে গিয়ে রক্ত দিয়ে রোগীকে প্রাণে বাঁচালেন সাংবাদিক

বাবলু হাসান ও জাহেদ মিস্ত্রী ● ক্যানিং

আপনজন: থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ১৩ মাসের সন্তানের জননী সোনারপুর থানার কালিকাপুর এর গৃহবধূ মৌসুমী হালদার। গত তিন দিন আগে তার শরীরে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন থাকলেও মেলেনি এ পজেটিভ রক্ত। এই তিনদিন ওই গৃহবধূ বারুইপুর ক্যানিং সহ একাধিক হাসপাতালে রক্তের জন্য গেলেও মেলেনি এ পজেটিভ রক্ত। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি দৌড়ঝাপ করায় তার অবস্থা অবনতি হতে বসে। আনন্দবাজার পত্রিকা সহ একাধিক সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক প্রসেনজিৎ সাহা, তিনি এদিন সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে খবর সংগ্রহ করতে গেলে তার নজরে আসে বিষয়টা। সাথে সাথে তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার তাকে জানান এই মুহূর্তে আমাদের কাছে এ পজেটিভ রক্তের যোগান নেই। যদি কোন রক্ত দাতা সরাসরি রক্ত দেন তাহলে এই রোগীটি সুস্থ হতে পারে। সাংবাদিক প্রসেনজিৎ সাহা তিনি সুপারকে জানান আমার এ পজেটিভ রক্ত আমি দিতে চাই এই মুমূর্ষ রোগীকে। ওই গৃহবধূর স্বামী রাজু হালদার তিনি পেশায় একজন দিনমজুর কষ্ট সৃষ্টে কোনক্রমেই তাদের সংসার চলে। তার উপরে স্ত্রী থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত প্রতিমাসে রক্ত দিতে হয়। এই রক্ত কিনে নেওয়ার মতো তাদের সামর্থ্য ও নেই। সব দিকে চিন্তা ভাবনা করে সাংবাদিক বাবু নিজে রক্ত দিলেন।

চুরি হওয়া ফোন উদ্ধার করে ফেরাল পুলিশ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন সময় চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন গুলি উদ্ধার করে তাঁদের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি প্রকৃত মালিকেরা। পুলিশের এই তৎপরতায় স্বভাবতই খুশি তাঁরা। জানাগেছে, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল চুরির ঘটনা সামনে আসছিল। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেতে অনেকেই থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। তদন্তে নামে তপন থানার পুলিশ। সব মিলিয়ে প্রায় ২৩ টি চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে।

শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

রঙ্গিলা খাতুন ● ভরতপুর

আপনজন: প্রেম করে বিয়ে করার ২২ দিনের মাথায় শ্বশুরবাড়ি থেকে গৃহবধূ ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো ভরতপুর থানার শ্রীবতিপুর গ্রামে। জানা গিয়েছে ভরতপুরের গাঙেরডাঙা গ্রামের মেয়ে ২০ বছরের মৌমিতা দাস প্রেম করে ভরতপুরের শ্রীবতিপুরের বাসিন্দা রাজীব ঘোষের সঙ্গে মাত্র ২২ দিন আগে বিয়ে করে। বিয়ে করার পর থেকেই শ্বশুরবাড়ি লোকেরা পণের জন্য বিভিন্নভাবে চাপ দিতে থাকে যেহুতু প্রেম করে বিয়ে করেছিল তাই বাপের বাড়িতে অত্যাচারের কথা জানাতে না পেরে ২২ দিনের মাথায় আত্মহত্যা করে মৌমিতা দাস বলে অভিযোগ উঠেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যোগী রাজ্যে দুর্ঘটনায় নিহত লালগোলার দুই যুবক

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ইচ্ছে ছিল বাইক ভ্রমণের। ইচ্ছে পূরণ করতে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল দুই তরতাজা যুবক। শোকের ছায়া মুর্শিদাবাদের লালগোলায়। সূত্রের খবর, দিন কয়েক আগে লালগোলার এক গৃহ শিক্ষক সেলিম আনসারীর(৩৩) সঙ্গে লালগোলা থানার সুদর্শনগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা এবং লালবাগ সুভাষচন্দ্র বোস সেন্টিনারী কলেজের স্নাতক স্তরের ছাত্র দেবজিৎ ঘোষ(২১) বাইক ভ্রমণে উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিল। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বাইকে করে তারা গাজীপুর থেকে লখনৌয়ের দিকে যাচ্ছিল, সে সময় আমেঠি জেলার বাজার-শকুল থানার পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়েতে বাইকটি ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা মারে। ডিভাইডার থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে গিয়ে থামে বাইকটি। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা দুই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। প্রায় ৪০০-৫০০ ছাত্র-ছাত্রীর ইংরেজি বিষয়ের গৃহ শিক্ষক ছিলেন সেলিম আনসারী। অন্যদিকে এলাকায় মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিল দেবজিৎ ঘোষ। মঙ্গলবার সেই দূর্ঘটনার খবর লালগোলায় পৌঁছাতেই এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

শ্বশুরবাড়িতে আত্মহত্যার চেষ্টা জামাইয়ের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: স্ত্রীকে ফিরে পেতে শ্বশুরবাড়িতে এসে আত্মহত্যার চেষ্টা করল জামাই। ঘটনায় রক্তারক্তি কান্ড, ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে। ঘটনায় জখম হয়েছে স্ত্রীও। তড়িঘড়ি দুজনকেই মালদহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদহের মহিষবাথানি পঞ্চায়েতের খনিবাথান এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিগত ৯ মাস আগে রতুয়া থানার বালুপুর এলাকার বাসিন্দা অজয় রায়ের(২২) সাথে খনিবাথান গ্রামের যুবতী সুভা চৌধুরী (১৯), দুজনেই প্রেম করে বিয়ে করে। পরবর্তীতে দুই পরিবারের তরফে তাদের সম্পর্ক মেনে নেন। তবে গত এক মাস আগে পারিবারিক অশান্তির কারণে ওই যুবকের স্ত্রী তার মায়ের বাড়িতে চলে আসে। বুধবার দুপুরে স্ত্রীকে বাড়ি ফেরাতে ওই যুবক শ্বশুর বাড়িতে আসে। এরপরে স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যে ঝামেলার সৃষ্টি হলে, ওই যুবক ধারালো ছুরির কোপ মারে স্ত্রীর গলায় এবং হাতে গুরুতর চোট লাগে। পাশাপাশি ওই যুবক নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে এমনটাই খবর।

এসইউসির প্রচার

আপনজন: জয়নগরের কেন্দ্রের এসইউসিআই প্রার্থী নিরঞ্জন নস্করের সমর্থনে জনসভা হল ক্যানিং এর হেড়োভাঙ্গা বাজারে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ একাধিক কর্মী সমর্থকরা।
ছবি: কুতুব উদ্দিন মোল্লা

الدعوة
দাওয়াত

কাবা যেভাবে গড়ে ওঠে
মসজিদে হেঁটে যাওয়ার প্রতিদান
ইসলামে শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য
শয়তান যেভাবে মানুষের মধ্যে বিচরণ করে

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ২৩ মে, ২০২৪

কাবা যেভাবে গড়ে ওঠে

ফেরদৌস ফয়সাল

হজরত ইবনে আব্বাস রা,-র বরাতে এই হাদিসটির বর্ণনা আছে। তিনি নবী সা.-এর কাছে নিচের ঘটনাটি শুনেছেন। নারীজাতি প্রথম কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে ইসমাইল আ.-এর মায়ের কাছ থেকে। হাজেরা আ. কোমরবন্ধ লাগাতেন সারা আ.-এর কাছে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। হাজেরা আ. শিশুসন্তান ইসমাইল আ.-কে দুধ পান করানোর সময়ে হজরত ইব্রাহিম আ. তাঁদের নিয়ে বের হলেন। কাবার কাছে মসজিদের উঁচু অংশে জমজম কূপের ওপরে অবস্থিত একটা বিরাট গাছের নিচে ইব্রাহিম আ. তাঁদের দুজনকে রাখলেন। তখন মক্কায় মানুষ বা পানির ব্যবস্থা কিছুই ছিল না। একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি দিয়ে সেখানেই তাঁদের রেখে ইব্রাহিম আ. ফিরে চললেন। ইসমাইল আ.-র মা পিছু পিছু এসে বারবার বলতে লাগলেন, হে ইব্রাহিম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আপনি আমাদের এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে কোনো সাহায্যকারী বা কোনো ব্যবস্থাই নেই। ইব্রাহিম আ. তাঁর দিকে তাকালেন না। হাজেরা আ. তাঁকে বললেন, আল্লাহই কি আপনাকে এ আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাজেরা আ. বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। তিনি ফিরে এলেন।

ইব্রাহিমও আ. সামনে এগিয়ে চললেন। যেতে যেতে গিরিপথের বাঁকে পৌঁছে যখন স্ত্রী-সন্তানকে আর দেখতে পেলেন না, তখন কাবাঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দু হাত তুলে দোয়া করলেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার পরিবারের কয়েকজন আপনার সম্মানিত ঘরের কাছে এক অনুর্বর উপত্যকায়...যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ইসমাইলের মা ইসমাইলকে স্তন্যের দুধ পান করাতেন। আর নিজে ওই মশক থেকে পানি খেতেন। মশকের পানি এক সময় ফুরিয়ে গেল। তিনি আর তাঁর শিশুপুত্র তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটিকে দেখতে লাগলেন। তৃষ্ণায় তাঁর বুক ধড়ফড় করছে। শিশুপুত্রের এ করুণ অবস্থার দেখা অসহনীয় হয়ে পড়ল।

তিনি সরে এলেন। সাফা ছিল তাঁর কাছাকাছি পর্বত। তিনি সেটির ওপরে উঠে ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও কাউকে দেখা যায় কিনা। তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। সাফা পর্বত থেকে নেমে তিনি নিচের ময়দানে পৌঁছালেন। বস্ত্রের একটি প্রান্ত তুলে ধরে ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের মতো ছুটে চললেন তিনি। ময়দান পার হয়ে এক সময় মারওয়া পাহাড়ের ওপর উঠে এলেন। আবার এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখলেন কাউকে পাওয়া যায় কিনা। কাউকেই দেখতে পেলেন না। এভাবে তিনি সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন।

ইবনে আব্বাস রা, বর্ণনা করেন যে নবী সা. বলেছেন, এ জন্যই মানুষ এ পর্বত দুটোর মাঝখানে সাঈ করে থাকে।

তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে ওঠার পর একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা করো। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। শুনে বললেন, তুমি তো তোমার আওয়াজ শুনিয়েছ। তোমার কোনো সাহায্যকারী আছে?

তক্ষুনি জমজম কূপের কাছে তিনি একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। ফেরেশতাটি নিজের পায়ের গোড়ালি (বা ডানা) দিয়ে আঘাত করলেন। এতে পানি বের হতে লাগল।

হাজেরা আ. এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে এক চৌবাচ্চার মতো করে নিয়ে হাতের আঁজলা ভরে তাঁর মশকে পানি ভরতে লাগলেন। পানি উপচে পড়ছিল। ইবনে আব্বাস রা, বলেছেন যে নবী সা. বলেছেন, ইসমাইলের মাকে আল্লাহ রহম করুন। তিনি যদি বাঁধ না দিয়ে জমজমকে ছেড়ে দিতেন (কিংবা বলেছেন, যদি আঁজলা ভরে পানি মশকে জমাতেন), তাহলে জমজম একটি কূপ না হয়ে প্রবাহিত ঝরনায় পরিণত হতো।

রাবী বলেন, অতঃপর হাজেরা আ. নিজে পানি খেলেন, শিশুপুত্রকেও দুধ পান করালেন। ফেরেশতাটি তখন তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোনো আশঙ্কা করবেন না। কারণ এখানেই আল্লাহর ঘর। এই শিশুটি আর তাঁর পিতা মিলে এখানে ঘর তুলবে। আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনো ধ্বংস করেন না।

আল্লাহর ঘরের স্থানটি তখন ছিল জমিন থেকে টিলার মতো উঁচু। বন্যা আসায় এর ডানে-বাঁয়ে ভেঙে যাচ্ছিল। হাজেরা আ. এভাবেই দিনযাপন করছিলেন। এক সময় জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল (অথবা, রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামে একটি উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিকে আসছিল)। মক্কায় তারা নিচু ভূমিতে নেমে এল। তারা দেখল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তারা বলল, নিশ্চয় এই পাখিগুলো পানির ওপর উড়ছে। আমরা বহুবার ময়দানের এ পথ পার হয়েছি, কিন্তু এখানে কখনো পানি ছিল না। দুয়েকজন লোককে তারা সেখানে পাঠাল। তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে সবাইকে পানির খবর দিল। খবর শুনে সবাই সেদিকে এগিয়ে গেল।

রাবী বলেন, ইসমাইল আ.-এর মা পানির কাছে ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার কাছাকাছি বসবাস করতে চাই। অনুমতি দেবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এই পানির ওপর তোমাদের কোনো অধিকার থাকবে না। তারা ‘হ্যাঁ’ বলে তাদের মত প্রকাশ করল।

ইবনে আব্বাস রা, বলেছেন যে নবী সা. বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাইলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন।

তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল। পরিবার-পরিজনের কাছে খবর পাঠালে তারাও এসে তাদের সঙ্গে বসবাস করতে লাগল। পরে তাদেরও কয়েকটি পরিবার এসে বসতি করল।

এ দিকে ইসমাইল যৌবনে উপনীত হলেন। তাদের কাছ থেকে আরবি ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের কাছে অনেক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। তিনি পূর্ণ যৌবন পেলে তারা তাঁর সঙ্গে নিজেদের একটি মেয়েকে বিয়ে দিল। এর মধ্যে ইসমাইলের মা হাজেরা আ. ইন্তেকাল করলেন।

ইসমাইলের বিয়ের পর ইব্রাহিম আ. তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এলেন, কিন্তু ইসমাইলকে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। পুত্রবধূকে তিনি তাদের জীবনযাত্রা আর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমরা অতি দুরবস্থা, খুব টানাটানি আর নিদারুণ কষ্টে আছি। ইব্রাহিম আ.-এর কাছে সে তাদের দুর্দশা নিয়ে অভিযোগ করল।

তিনি বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি এলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলে নেয়। ইসমাইল আ. বাড়ি ফিরে এসে যেন কিছুটা আভাস পেলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন। আমাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার খবর দিয়েছি। তিনি আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি জানালাম, আমরা খুব কষ্টে আর অভাবে আছি।

ইসমাইল আ. জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে কোনো নসিহত করেছেন? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই। তিনি আরও বলেছেন যেন আপনি ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলে ফেলেন।

আল্লাহর গুণাবলি বর্ণনায় যেসব সতর্কতা জরুরি

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে নিজেকে যে সুমহান গুণাবলি দ্বারা বিশেষায়িত করেছেন এবং তাঁর রাসুল মুহাম্মদ সা. আল্লাহর যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন, কোনো ধরনের পরিবর্তন ছাড়া সেগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। এসব গুণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর সত্তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার নামান্তর। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ক্ষেত্রে আল্লাহর যেসব গুণ তিনি এবং তাঁর রাসুল উল্লেখ করেছেন, সেগুলো আমরা আল্লাহর জন্য ঠিক সেভাবেই সাব্যস্ত করব, যেভাবে তাঁরা করেছেন। এই গুণগুলো যে শব্দে বর্ণিত হয়েছে এবং সেগুলো যে অর্থ প্রদান করেছে, তা অক্ষুন্ন রাখা আবশ্যক। কোনোভাবেই তা কুরআন ও সুন্নাহর সীমা অতিক্রম করবে না।

আল্লাহর গুণ বর্ণনায় সতর্কতা

মহান আল্লাহর গুণ বর্ণনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

১. পরিবর্তন নিষিদ্ধ : আল্লাহর গুণ বর্ণনার সময় দুইভাবে তাতে পরিবর্তন চলে আসতে পারে–

শাব্দিক পরিবর্তন : যে শব্দগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর সিফাতগুলো বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে অন্য শব্দ দ্বারা বদল করা। এই ধরনের পরিবর্তন এক শব্দের সঙ্গে অন্য অক্ষর বা শব্দ যুক্ত করে অথবা অক্ষর কমানোর মাধ্যমে হতে পারে। আবার শব্দের জের, জবর ও পেশ পরিবর্তন করার মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন–কুরআনে এসেছে, ‘আল্লাহ মুসার সঙ্গে কথা বলেছেন, ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়।’ (সূরা : নিসা, আয়াত : ১৪৬)

এখানে ভ্রান্ত লোকেরা আল্লাহ শব্দের ‘হা’ বর্ণে পেশের বদলে জবর পড়ে। তখন অর্থ দাঁড়ায়–‘আল্লাহ মুসার সঙ্গে কথা বলেননি; বরং মুসা আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন।

তারা এটা করে থাকে আল্লাহর একটি গুণ অস্বীকার করার জন্য। তা হলো, ওহির মাধ্যমে কথা বলা।

অর্থগত পরিবর্তন : তা হলো আল্লাহর গুণাবলির অর্থ পরিবর্তন করে ফেলা। যেসব শব্দের মধ্যে আল্লাহর গুণাবলি ও সিফাত বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর মূল অর্থ পরিবর্তন করে অন্য অর্থ প্রদান করা। যেমন–রহমত বা দয়া করা আল্লাহর গুণগুলোর অন্যতম। কিন্তু একদল লোক আল্লাহর দয়ার গুণ অস্বীকার করে এবং বলে, রহমত অর্থ হচ্ছে নিয়ামত প্রদানের ইচ্ছা করা।

২. বাতিল বা অস্বীকার করা : তা হলো আল্লাহর কোনো গুণ বর্ণনায় তাতে কোনো পরিবর্তন না এনে সরাসরি অস্বীকার করে বসা। যেমন–আল্লাহর জ্ঞান সর্বব্যাপী। কিন্তু কোনো কোনো ভ্রান্ত লোকেরা বলে আল্লাহ সব মৌলিক বিষয় জানলেও তিনি আনুষঙ্গিক ও ক্ষুদ্র বিষয়গুলো জানেন না।

৩. গুণাবলির ধরন ও কায়া নির্ধারণ করা : এটা হলো আল্লাহর গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার সময় এর নির্ধারিত ধরন ও কায়া বর্ণনা করা, তাঁর জন্য বিশেষ কোনো অবস্থা স্থির করা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ধরন ও কায়া নির্ধারণ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহর সিফাতের প্রকৃত অবস্থা ও ধরন সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যার ইলম কেবল আল্লাহর কাছেই আছে। কোনো সৃষ্টির পক্ষে সেই জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। এ ছাড়া আল্লাহর গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাঁর পবিত্র সত্তার অনুগামী। আল্লাহর পবিত্র সত্তার ধরন সম্পর্কে জানা এবং ধরন নির্ধারণ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তাঁর গুণাবলির প্রকৃত রূপ ও ধরন সম্পর্কে জানাও সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়।

ইমাম মালেক (রহ.)-কে যখন ‘দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপরে সমুন্নত হয়েছেন’–এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহ তাআলা কিভাবে আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, ‘আরশের ওপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া জানা বিষয়। এর পদ্ধতি কেউ অবগত নয়। তার ওপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা বিদআত।’ আল্লাহর সব সিফাতের ক্ষেত্রে একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

৪. উপমা ও নমুনা বর্ণনা করা : আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যে, আল্লাহর সিফাতগুলো মানুষের গুণাবলির মতোই। যেমন–কেউ বলল, আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মতোই এবং আল্লাহর শ্রবণ আমাদের শ্রবণের মতোই। আল্লাহ এজাতীয় কথার অনেক ঊর্ধ্বে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, ‘তাঁর সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।’ (সূরা : আশ-শুরা, আয়াত : ১১)

সুতরাং আল্লাহর কোনো গুণের ব্যাপারে বলা যাবে না যে এটা মানুষের অমুক গুণের অনুরূপ।

ব্যাখ্যাহীন বিশ্বাসই ঈমান

কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত, আল্লাহর গুণাবলি ঠিক যেভাবে, যে শব্দ, বাক্য ও অর্থে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই বিশ্বাস করা আবশ্যক। এটাই ঈমানের দাবি। এতে কোনো পরিবর্তন, সংযোজন-বিয়োজন করা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে মর্ম পাল্টে দেওয়া এবং সেগুলোকে সৃষ্টির কোনো বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনা ঈমানের দুর্বলতার সাক্ষ্য দেয়। অন্তরের সংশয় ছাড়া কোনো ব্যক্তি এমনটি করতে পারে না। মনে রাখতে হবে, ইতিবাচক ব্যাখ্যা যা আল্লাহর গুণাবলির অর্থ বুঝতে সাহায্য করে এবং যার মধ্যে শরিয়তের মূলনীতির কোনো সংঘাত নেই, তা দূষণীয় নয়। কেননা এমন ব্যাখ্যা ব্যক্তির ঈমানকে সুদৃঢ় করে।

আলুকা ডটকম থেকে আলেমা হাবিবা আক্তারের ভাষান্তর

ইসলামে শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য

আহমদ আবদুল্লাহ

শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণ, এরূপ দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুন্দর সম্পর্ক। দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কের চেয়ে অনেক পবিত্র এ সম্পর্ক। শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থী কেবলই জ্ঞান লাভ করে না, তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ থেকে পায় জীবন ও চরিত্র গঠনের মূল্যবান নির্দেশনা।

শিক্ষকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সমৃদ্ধ হতে চাইলে তাঁর প্রতি শিক্ষার্থীকে হতে হবে শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত, থাকতে হবে তাঁর ওপর গভীর আস্থা।

আর তখনই শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সর্বোত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করতে সক্ষম হবেন। এর ফলে সাধিত হবে শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য এবং প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি হবে সুন্দর পরিবেশ। শিক্ষার্থীর দুর্বিনীত আচরণ শিক্ষককে নিদারুণ হতাশায় ভরে তোলে, বিনিময়ে শিক্ষার্থী কিছুই লাভ করে না। অবাধ্য ও দুর্বিনীত শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে শিখতে পারে না কিছুই, তার অর্জন কেবলই শূন্য।

শিক্ষক মহৎ সেবা দানে নিয়োজিত। তাঁর এই সেবা অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না, যেমনি যায় না মাতা-পিতার সেবা সন্তানের প্রতি। মা-বাবা সন্তান জন্ম ও প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব পালন করেন আর শিক্ষক তাকে শিক্ষিত করেন। তার হৃদয়-মনকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেন, তাকে সমাজে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেন।

প্রিয়নবী সা. যে ঐশী বাণী অর্জন করেছেন, সেই বাণীর আলোকে তিনি মানবকুলকে মহান রব, মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের নীতিমালা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং নিজে পরিচয় তুলে ধরে বলেন, ‘আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।’ (ইবনে মাজাহ : ২২৫)

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে যে সম্পর্ক তা সকল হীন স্বার্থ ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শিক্ষক কিছু প্রত্যাশা করেন না। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে দেখতে চান জ্ঞানের আলো, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এবং পরিচ্ছন্ন ও সচেতন মন।

শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শিক্ষক আশা করেন, সদাচরণ ও সত্স্বভাব। শিক্ষার্থীকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে শিক্ষক আনন্দিত হন। বিপথগামী হতে দেখে ব্যথিত হন। শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষকের যে ব্যাকুলতা, তা না পাওয়ার হতাশা নয়, বরং হারিয়ে যাওয়ার বেদনা, শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত না হওয়ার বেদনা, জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার বেদনা।

মা-বাবা তার সন্তানকে শাসন করেন। সেটা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক ও কাম্য হলো–শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শাসন করা। শিক্ষার্থীকে আজকাল শাসন করা যায় না, এমন কথা প্রায়ই শোনা যায়। এটা ঠিক নয়। শিক্ষার্থী যথার্থ ক্ষেত্রে, যথাসময়ে তার শিক্ষকের যথার্থ নির্দেশনা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলাবোধ প্রত্যাশা করে ও পছন্দ করে, যতই দুর্বিনীত হোক না কেন। শিক্ষকের যথার্থ যুক্তি ও ন্যায়বোধের কাছে সে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য।

পরিবেশ ও প্রতিরোধ তা ক্ষণিকের জন্য বিলম্বিত করে মাত্র।

শিক্ষার্থীরা বয়সে তরুণ, স্বভাবে চঞ্চল ও চিন্তায় বিপ্লবী। এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় ক্ষেত্রবিশেষে নেতৃত্ব দিতে চায়, কিছু একটা করতে চায়, সবার কাছে তার কৃতিত্ব তুলে ধরতে চায়। যথাযথ পথনির্দেশের অভাবে এরা অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়, হয় বিপথগামী। এদের মধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণের ও সমস্যা সমাধানের কিছু প্রতিভা হয়তো আছে। এ সত্য উপলব্ধি করে তাদের প্রতিভা ও কার্যস্পৃহাকে যথাযথ খাতে চালিত করে তাদের মধ্যে যথার্থ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেন। বিজ্ঞজনরা বলেন, ‘শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে’।

শিক্ষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ছাড়া শিক্ষকসমাজ এ ব্যাপারে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারবে না বলেই সচেতন মহল মনে করে। শিক্ষকের পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাব, বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা ও বেতনকাঠামো, শিক্ষাব্যবস্থাকে দলীয়করণ, দক্ষ শিক্ষকের অভাব এবং শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদার অভাবের কারণে শিক্ষকসমাজ সমাজের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারছে না। অথচ জ্ঞান অন্বেষণের গুরুত্ব ও শিক্ষকের মর্যাদা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ‘যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?’ (সূরা : যুমার, আয়াত : ৯)

সুতরাং সমাজ ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মূল্যবোধ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষকসমাজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।

শিক্ষকতা শুধু একটি বৃত্তি বা পেশা নয়, বরং এটি একটি আরাধনা। আদর্শ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের জ্ঞান ও গুণে মুগ্ধ শিক্ষার্থী শিক্ষককে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। যথার্থ শিক্ষকের কাছ থেকে দেশ আশা করতে পারে অসংখ্য প্রকৃত দেশপ্রেমিক, আলোকিত মানুষ।

মসজিদে হেঁটে যাওয়ার প্রতিদান

রিদওয়ান আকবর

জামাতে নামাজ পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা। কেউ কেউ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। আর জামাতে নামাজ পড়ার জন্য হেঁটে মসজিদে যাওয়া বেশি সওয়াবের কাজ। আবু হুরায়রা রা, থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমি কি তোমাদের এমন বস্তুর সন্ধান দেব না, যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা গুনাহ মিটিয়ে দেবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন? তা হলো, কষ্টকর অবস্থায়ও পূর্ণরূপে অজু করা, মসজিদের দিকে বেশি পদচারণ এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা...। (মুসলিম, হাদিস : ২৫১)

জামাতে নামাজ পড়ার জন্য হেঁটে মসজিদে গেলে ওই ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মায় থাকে। আবু উমামা আল-বাহেলি রা, রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তিন ধরনের মানুষ মহান আল্লাহর জিম্মায় থাকে। ১. যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকে। সে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান অথবা নিরাপদে ফিরে এলে তাকে নেকি ও গনিমতের প্রাপ্য অংশ দান করেন।

২. যে ব্যক্তি জামাতে সালাত আদায়ের উদ্দেশে মসজিদের দিকে ধাবিত হয়, সে-ও আল্লাহর জিম্মায় থাকে। এ অবস্থায় সে যদি মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দান করেন। আর মসজিদ থেকে ফিরে এলে তার প্রাপ্য সওয়াব ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার করেন। ৩. যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে প্রবেশ করার সময় পরিবারের লোকজনকে সালাম দেয়, সে-ও মহান আল্লাহর জিম্মায় থাকে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ১০৯৪)

হেঁটে মসজিদে আগমনকারী কিয়ামতের দিনের সুসংবাদপ্রাপ্ত। বুরায়দা রা, রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করেন, 'যারা (জামাতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) অন্ধকার রাতে মসজিদে হেঁটে হাজির হয়, তাদের কিয়ামতের দিনে পরিপূর্ণ নুরের সুসংবাদ দাও।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৭৮১)

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় হাদিসবিশারদরা বলেন, কিয়ামতের দিন মুমিনদের মুখমণ্ডল চমকাতে থাকবে। যেমন–আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তাদের নুর তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের নুর পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন।

নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।' (সুরা : তাহরিম, আয়াত : ৮)

জামাত শেষ হওয়ার পর মসজিদে গেলেও জামাতে শরিক হওয়ার সওয়াব মিলবে। আবু হুরায়রা রা, থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অজু করল। অতঃপর মসজিদে গিয়ে দেখল যে লোকজন সালাত আদায় করে ফেলেছে। আল্লাহ তাকে ওই ব্যক্তির মতো পুরস্কার দেবেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করেছে এবং শুরু থেকে উপস্থিত থেকেছে। তাদের নেকি থেকে মোটেই কম করা হবে না। (আবু দাউদ, হাদিস : ৫৬৪)

মসজিদে আসার প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব। জাবের বিন আবদিল্লাহ রা, থেকে বর্ণিত, মসজিদে নববীর আশপাশে কিছু জায়গা খালি হলো। এটা দেখে বনু সালামা মসজিদে নববীর কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ খবর রাসুল সা. জানতে পারলে তিনি তাদের বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে তোমরা মসজিদের কাছে চলে আসার ইচ্ছা করছ! তারা বলল, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা এমনটা ইচ্ছা করেছি। তিনি বলেন, 'হে বনু সালামা! তোমরা তোমাদের বাড়িতেই থাকো। কেননা এতে (দূরত্বের কারণে) মসজিদে আসতে তোমাদের পদক্ষেপ বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের পদচিহ্ন (তোমাদের আমলনামায়) লিখিত হবে। তারা বলল, (মসজিদের কাছে) স্থানান্তরিত হওয়া আমাদের আনন্দ দেবে না।' (মুসলিম : ৬৬৫)

ঘুম থেকে ওঠার পর দোয়া

আহমাদ ইজাজ

ঘুম থেকে উঠে মুমিনের করণীয় হলো–

১. ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম করণীয় হলো, হাত দিয়ে চেহারা থেকে ঘুমের প্রভাব দূর করা। (বুখারি, হাদিস : ১৮৩)

২. ঘুম থেকে ওঠার দোয়া পড়া। দোয়াটি হলো,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।' (বুখারি, হাদিস : ৬৩২৪)

৩. আল্লাহর কাছে দোয়া করা : উবাদা ইবনে সামেত রা, থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাতের ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে এই দোয়া পাঠ করবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদির, আল-হামদু লিল্লাহ, ওয়া সুবহানাল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।'

অথবা সে বলে, 'আল্লাহুম্মাগফিরলি' (হে আল্লাহ, আপনি আমাকে মাফ করে দিন) কিংবা সে যেকোনো দোয়া করে, তাহলে তার দোয়া কবুল করা হবে। আর যদি সে অজু করে এবং সালাত আদায় করে, তার সালাত কবুল করা হবে। (বুখারি, হাদিস : ১১৫৪)

৪. আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে-ইমরানের শেষ ১০ আয়াত পাঠ করবে। (মুসলিম, হাদিস : ৬৭৩)

৫. মিসওয়াক করবে। কেননা রাসুলুল্লাহ সা. ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করতেন। (বুখারি, হাদিস : ২৪৫)

মিসওয়াক করতে না পারলে ব্রাশ করে নেবে।

৬. অজু করে নেবে। গোসল ফরজ হলে গোসল করে নেবে।

৭. সম্ভব হলে শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করবে। তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করলে কুপ্রবৃত্তি দমন ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে, 'অবশ্যই দলনে রাত্রিকালীন উত্থান প্রবলতর এবং বাক্স্ফুরণে সঠিক।' (সূরা : মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ৬)

৮. জামাতের সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করবে। হাদিস শরিফে এসেছে, 'যে ব্যক্তি এশা ও ফজর জামাতের সঙ্গে পড়ল, সে যেন সারা রাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ল।' (মুসলিম, হাদিস : ৬৫৬)

মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

মুমিনের বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য

উবায়দুল হক খান

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা–মানুষের এই পাঁচ মৌলিক অধিকারের মধ্যে বাসস্থান অন্যতম।

বাসস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পরিবার। পরিবার হলো সমাজের প্রাণকেন্দ্র। সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয় পরিবারকে কেন্দ্র করে। মানবজাতির প্রথম ঐক্যের ভিত্তি হলো পরিবার। পৃথিবীর প্রথম মানব আদম আ. ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া আ.-কে কেন্দ্র করে প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল জান্নাতে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে আদম! তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে জান্নাতে বসবাস করো। যা ইচ্ছা তা খাও, কিন্তু এই গাছের নিকটবর্তী হয়ো না।' (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ৩৫)

বাসস্থান ব্যক্তিগত প্রয়োজন

জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা, নির্জনে ইবাদত করা প্রভৃতি প্রয়োজনে বাসস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। এ ছাড়া সন্তান প্রতিপালন, তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও স্বাস্থ্যগত সুরক্ষার তাগিদে ঘরবাড়ি প্রয়োজন। উত্তম ও নিরাপদ বাসস্থান নারীর অধিকার। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেমন গৃহে বাস করো, তাদেরও (স্ত্রীদের) তেমন গৃহে বাস করতে দেবে...।' (সূরা : তালাক, আয়াত : ৬)

সন্তান প্রতিপালনে বাসস্থান

সন্তানের জন্য পারিবারিক অনুশাসন বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকেও বেশি কার্যকর। তাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি। আর মুসলিম পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের থাকা ও ঘুমানোর জন্য পৃথক রুমের ব্যবস্থা রাখতে হয়। কেননা রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের নির্দেশ দাও, যখন তাদের বয়স হয় সাত বছর। আর তাদের (সালাতের জন্য প্রয়োজনে) প্রহার করো, যখন তাদের বয়স হয় ১০ বছর এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৫)

বসবাসের জন্য গৃহ প্রয়োজন

বাসস্থান বান্দাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক অতি বড় নিয়ামত, যা মানুষের বসবাসের জন্য আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে দান করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে করেছেন আবাসস্থল এবং পশুচর্মের দ্বারা তোমাদের জন্য করেছেন তাঁবুর ব্যবস্থা, যা তোমরা সফরকালে সহজে বহন করতে পারো এবং অবস্থানকালে সহজে ব্যবহার করতে পারো। আর এগুলোর পশম, লোম ও চুল দ্বারা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন গৃহসামগ্রী ও আসবাবপত্রের কিছু কালের জন্য।' (সূরা : নাহল, আয়াত : ৮০)

এ আয়াতে আল্লাহ স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই ধরনের গৃহের কথা উল্লেখ করেছেন। উভয়টিই নিয়ামত। গৃহে থাকে নানা আসবাব আর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের উপকরণ। বিশ্রাম ও আরামের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

মুমিনের বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য

একজন মুমিনের ঘর পৃথিবীর অন্য যেকোনো মানুষের ঘর থেকে আলাদা হতে হবে। একজন মুমিনের ঘর ও পরিবার কেমন হবে? যেমন ছিল প্রিয় নবী সা.-এর ঘর ও পরিবার।

মুমিনের ঘর হবে সর্বদা আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতে সজীব। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই জীবনের পরম প্রত্যাশা। ইরশাদ হয়েছে, 'যারা তাদের ঘরে ভিত্তি রেখেছে তাকওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর; তারা উত্তম নাকি তারা, যারা তাদের ঘরের ভিত্তি রেখেছে একটি ধ্বংসোন্মুখ খাদের কিনারে? যা তাকেসহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হবে। আল্লাহ অবিচারকারীদের সত্য পথ দেখান না।' (সূরা : তাওবা, আয়াত : ১০৯)

আর যে ঘরে বিশ্বাসের সুবাস থাকবে না, আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতের প্রদীপ জ্বলবে না–সে ঘরের পরিণতির কথাও আল্লাহ বলেছেন, অবিশ্বাসের আগুনে পুড়বে সে ঘর, কষ্টের ভাঙা কাচে কাটবে হৃদয়। ইরশাদ হয়েছে, 'ঘর নির্মাণকারীদের ঘর তাদের অন্তরে সংশয় (কাঁটা) হয়ে থাকবে। যতক্ষণ না তাদের অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।' (সূরা : তাওবা, আয়াত : ১১০)

শুধু কি হৃদয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবে? অশান্তির দাবানলে ছাই হবে জীবন। পার্থিব জীবনের কোনো উপায়-উপকরণ তার আশ্রয় হবে না, হতে পারবে না। নিরাশ্রয় জীবনে ঘুরপাক খাবে সে। তবে কি মুমিনের জীবনে পার্থিব প্রয়োজন উপেক্ষিত থাকবে? না, তার জাগতিক জীবনের সব আয়োজন তার ঘরেও হয়। তবে তা জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয় না। সে সন্তুষ্ট থাকে প্রয়োজন পূরণে, স্বস্তিকর জীবনে আর সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও বণ্টনে। প্রিয় নবী সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার পরিবারের সঙ্গে নিরাপদ থাকে, তার দেহ রোগমুক্ত থাকে, যার কাছে এক দিনের খাবার থাকে, তার জন্য পৃথিবীকে প্রশস্ত করা হয়েছে।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৩৪৬)

মহান আল্লাহ আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম বাসস্থান দান করুন।

শয়তান যেভাবে মানুষের মধ্যে বিচরণ করে

মুহাম্মদ মর্তুজা

পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো শয়তান। তার মিশন মানুষকে বিভ্রান্ত করা। আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করা। মানুষের ইবাদতগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তার কুমন্ত্রণার ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনগণ! ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চোলো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২০৮)

শয়তান অভিশপ্ত হওয়ার পর বনি আদমকে বিভ্রান্ত করার চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং মহান আল্লাহর কাছে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চেয়েছিল, মহান আল্লাহ তার সেই আবদার পূরণ করলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'সে (শয়তান) বলল, সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যেদিন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। আল্লাহ বললেন, তোকে অবকাশ দেওয়া হলো। সে বলল, আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব। তারপর অবশ্যই তাদের কাছে উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাঁ দিক থেকে। আর আপনি তাদের বেশির ভাগকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে বের হও লাঞ্ছিত বিতাড়িত অবস্থায়। অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে যে তোমার অনুসরণ করবে, আমি তোমাদের সবাইকে দিয়েই জাহান্নাম ভরে দেব।' (সূরা : আরাফ, আয়াত : ১৪-১৮)

মহান আল্লাহ শয়তানকে এমন শক্তি দিয়েছেন যে সে মানুষের শিরা-উপশিরা পর্যন্ত বিচরণ করতে পারে। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আনাস ইবনে মালিক রা, বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের শিরা-উপশিরায় বিচরণ করতে পারে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭১৯)

কথাটি গতানুগতিকভাবে চিন্তা করলেও হৃদয়ে নাড়া দেয় যে মানুষের শিরা-উপশিরায়ও শয়তানের প্রভাব রয়েছে।

আর যদি মানুষের শিরা-উপশিরা সম্পর্কে বিজ্ঞানের বক্তব্যগুলো জানা যায়, তাহলে তা মানুষের বিস্ময় আরো বাড়িয়ে দেবে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এসেছে, বিজ্ঞানের ভাষ্য মতে, একটি মানব শিশুর শরীরে থাকা রক্তনালি, শিরা-উপশিরা ইত্যাদিকে এক পাটাতনে এনে একটানা বিছিয়ে দিলে তার দৈর্ঘ্য হবে অন্তত ৬০ হাজার মাইল বা ৯৬ হাজার কিলোমিটার। আর বড় বেলায়, মানে প্রাপ্তবয়স্কদের শরীরে এই রক্ত সংবহনতন্ত্রের দৈর্ঘ্য এক লাখ মাইল বা এক লাখ ৬০ হাজার কিলোমিটারের বেশি হয়। অথচ স্পেস ডটকমের তথ্যমতে, পৃথিবীর নিরক্ষীয় পরিধি হলো ২৪ হাজার ৯০১ মাইল (৪০,০৭৫ কিমি), যা মানব শিশুর শিরা-উপশিরার দৈর্ঘ্যের অর্ধেকের কম। সুবহানাল্লাহ।

মহান আল্লাহর হুকুমে রক্তের কণাগুলো এই বিশাল পথে ছুটে চলে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, সুস্থ রাখার জন্য। আবার শয়তান এই বিশাল পথে ছুটে চলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, কষ্টে ফেলার জন্য। আখিরাত থেকে বঞ্চিত করার জন্য।

আমেরিকার বিজ্ঞান জাদুঘর ও বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ফ্রাংকলিন ইনস্টিটিউট জানাচ্ছে, মানুষের শরীরে রক্ত সংবহনতন্ত্র যেভাবে ছড়িয়ে থাকে, তাতে মানব শরীর আক্ষরিক অর্থেই রক্তিম বলা চলে।

শরীরের পুরো ত্বকের নিচেই আছে রক্তের উপস্থিতি। তাই তো আঘাত বা যেকোনো ছোটখাটো কাটাছেঁড়ায়ই রক্তারক্তি কাণ্ড হয়।

এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, মানবদেহের প্রতিটি অংশেই শয়তান উপস্থিত হতে পারে এবং মানুষকে কুমন্ত্রণা দিতে পারে।

শয়তানের বিচরণের গতি ও পরিধি মানুষের কল্পনার বাইরে। এর আরেকটি উদাহরণ হলো শয়তান একসময় আসমান থেকে খবর চুরি করে আনত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আমি (আল্লাহ) প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে আকাশকে নিরাপদ করে দিয়েছি।' (সূরা : হিজর, আয়াত : ১৭)

ইবনে আব্বাস রা, উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, একসময় আকাশে শয়তানের প্রবেশাধিকার ছিল। শয়তানরা আকাশে গিয়ে ফেরেশতাদের কথোপকথন থেকে গায়েব বা অদৃশ্যের কিছু খবরাখবর শুনত। পরে সেগুলো পাদ্রি বা জ্যোতির্বিদদের কাছে বলত। ঈসা আ.-এর জন্মের পর প্রথম তিন আসমানে তাদের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা হয়। আর মুহাম্মদ সা.-এর জন্মের পর সব আসমানে শয়তানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এর পর থেকে যখনই কোনো শয়তান উর্ধ্বাকাশে উঠতে চেষ্টা করে, জ্বলন্ত আগুন বা উল্কা তাকে ধাওয়া করে। (তাফসিরে রাজি : ৯/১৬৯, কাশশাফ : ২/১৮৮)

পৃথিবী থেকে প্রথম আসমান ঠিক কত দূরে তা জানা দুষ্কর। তবে গণমাধ্যমের তথ্য মতে, ২০২২ সালে বিজ্ঞানীরা ইরেন্ডেল নামের নতুন একটি নক্ষত্র আবিষ্কার করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে কমপক্ষে ১২.৯ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরে রয়েছে। আলোর বেগ প্রতি সেকেন্ডে তিন লাখ কিলোমিটার। আলো যদি এই বেগে টানা এক বছর ভ্রমণ করে, তাহলে যে দূরত্ব অতিক্রম করবে, তাকে বলে এক আলোক বর্ষ।

প্রথম আসমানের নিচে এমন আরো অনেক নক্ষত্র রয়েছে, যেগুলোর তথ্য এখনো মানুষের অজানা। যা হোক একসময় শয়তান মুহূর্তে সেই দূরত্ব থেকেও খবর চুরি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করত।

তাই মুমিনের উচিত শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে সদা সতর্ক থাকা। সব সময় মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। কারণ মহান আল্লাহ বান্দাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরা : আরাফ, আয়াত : ২০০)

মহানবী সা. এই সূরাকে কুরআনের হৃৎপিণ্ড বলে বর্ণনা করেছেন

ফেরদৌস ফয়সাল

সূরা ইয়াসিন পবিত্র কুরআনের ৩৬তম সূরা। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এর ৫ রুকু, ৮৩ আয়াত। প্রথম দুটি অক্ষর থেকে এই সূরাটির নাম। মহানবী সা. এই সূরাকে পবিত্র কুরআনের হৃৎপিণ্ড বলে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর একত্ব ও মহানবী সা.-এর রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অংশীবাদের সমালোচনা, পৌত্তলিকদের অমরতা, অবিশ্বাসীদের কূটতর্কের উল্লেখ করে ইসলামের সত্যতা ও কিয়ামতের পুনরুত্থানের বর্ণনা রয়েছে। মহানবী সা. বলেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত এই সূরা পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা উন্মুক্ত থাকবে। রোদ-তাপ ও বিপদ-আপদ নিরসন, মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব এবং মৃত ব্যক্তির শান্তির জন্য তার কবরের পাশে এ সূরা পাঠ করা হয়।

শান্তিপূর্ণ মৃত্যুর জন্য এ সূরাটি অনেকে পড়ে থাকেন। এ সূরা আমল করার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত পুণ্য। সূরার শুরুতে আল্লাহ রাসুল সা. রিসালাতের সত্যতার ব্যাপারে কুরআনে শপথ করেছেন। এরপর কুরাইশ কাফেরের আলোচনা করা হয়েছে, যারা কুফর ও গোমরাহ করত, তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি। এরপর এক জনপদের আলোচনা করা হয়েছে, যারা একে একে তিনজন নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। আল্লাহ সেই জনপদের হেদায়েতের জন্য নবী পাঠানো সত্ত্বেও তারা হেদায়েতের পথে চলেনি। তারা একে একে তিনজন নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে।

তখন এক ব্যক্তি দৌড়ে সে সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে আসেন। মুফাসসিররা বলেন, তাঁর নাম ছিল হাবিবে নাজ্জার। তিনি বলেন, নবীদের পীড়ন করলে আল্লাহর আজাব নেমে আসতে পারে। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সতর্ক করে তাদের নবীদের অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। এর পর সবার সামনে নিজের ইমান আনার ঘোষণা দিলে সবাই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করে। মৃত্যুর পর তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেন।

আল্লাহর প্রতিশ্রুত জান্নাতের নেয়ামত প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাওয়ার পর তাঁর মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে, আল্লাহ যে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমাকে সম্মানিত ও সৌভাগ্যবান করেছেন, আমার সম্প্রদায় যদি তা জানত! (তাফসিরে ইবনে কাসির)

আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব এবং সৃষ্টির বিষয় কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। বৃষ্টি ঝরিয়ে মাটিকে সতেজ রাখা, দিন-রাত ও চন্দ্র-সূর্যের অস্তিত্ব, সমুদ্রে চলাচলরত জাহাজ ও নৌকা ইত্যাদি জাগতিক সচলতা হিসেবে আল্লাহ্ যেসব নিয়ামত দেয়েছেন, তার বিবরণ এতে রয়েছে। এ সূরার বিষয়বস্তু: মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। এ সূরায় বলা হয়েছে, 'আমি মৃতকে জীবিত করি আর লিখে রাখি ওরা যা পাঠায় ও ওদের যে পায়ের চিহ্ন রেখে যায়। এক সুস্পস্ট গ্রন্থে আমি সব সংরক্ষণ করে রেখেছি।' (আয়াত: ১২)

নবীদের প্রতি যারা ইমান এনেছে এবং নবীদের যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে–উভয় দলের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন এবং তাদের প্রতিদানও এতে বর্ণনা করা হয়েছে। যুক্তি দিয়ে এতে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরা ইয়াসিনে রয়েছে মোমিন ও কাফিরদের প্রতি প্রতিদানের কথা এবং জাগতিক নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করে আল্লাহ যে একত্ব ও অদ্বিতীয় তার নিশ্চয়তা বিধান। যে রাসুলদের প্রতি ইমান আনে এবং তাদের সত্যায়ন করে, সে স্বজাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং জীবনে-মরণে তাদের কল্যাণ কামনা করে। বিশ্বাসীরা আরেক বিশ্বাসীতে সহায়তা করে। একে অপরের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়।

বিশ্বজগতের সৃষ্টি, বিন্যাস ও শৃঙ্খলা অবিশ্বাস্য সূক্ষ্ম ও নিখুঁত। এর উদাহরণ অগণিত। এমন সময় কিয়ামত এসে হানা দেবে, যখন মানুষ বাজারে কেনাকাটার মতো দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যস্ত থাকবে। কুরআন থেকে কেবল জীবিতরাই উপকৃত হতে পারে।

শিঙায় দুটি ফুৎকারের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন: প্রথম ফুৎকারে পৃথিবীর সবাই ভীত-প্রকম্পিত হবে, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আল্লাহ যাদের ইচ্ছা করেন, তারা ছাড়া সবাই মারা যাবে।

আল্লাহ বলেন, 'আর যেদিন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন আসমানমণ্ডলী ও জমিনের সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদের চাইবেন তারা ব্যতীত এবং সকলেই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়। আর (কিয়ামতের দিন) শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তারা ব্যতীত আসমানমণ্ডলী ও জমিনের সবাই।' এ সূরায় রয়েছে রাসুল হিসেবে মুহাম্মদ সা. সত্যতা এবং তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্য। মানুষের সমস্ত কর্ম ও কর্মের প্রভাব এতে লেখা রয়েছে। অতীতে অনেকেই রাসুলদেরও প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু পুনরুত্থান ও বিচার অনিবার্য। মানুষের কল্যাণে চাঁদ ও সূর্যের জন্য আল্লাহ কক্ষপথ ও অক্ষপথ নির্ধারণ করেছেন। কিয়ামত সংঘটিত হবে একটি প্রচণ্ড শব্দে। দ্বিতীয়বার সিঙায় ফুঁ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পুনরুত্থিত হবে।

মানুষের পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ডের ন্যায্য বিচার করা হবে। সেদিন পূর্ণবানদের থেকে পাপীদের আলাদা করা হবে। কারণ শয়তান সম্পর্কে মানুষকে দুনিয়াতেই সতর্ক করা হয়েছিল। পাপীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

সানরাইজার্সকে হেসে-খেলে হারিয়ে ফাইনালে কলকাতা

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ৮ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৯.৩ ওভারে ১৫৯ রানে অলআউট হয় সানরাইজার্স। তাড়া করতে নেমে ভেঙ্কটেশ আইয়ার (৫১*) ও শ্রেয়াস আইয়ারের (৫৮*) ফিফটিতে ৩৮ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় কলকাতা।
এ হারে সানরাইজার্সের ফাইনালে ওঠার আশা শেষ হয়ে যায়নি। আগামীকাল এলিমিনেটর ম্যাচে জয়ী দল শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে সানরাইজার্সের মুখোমুখি হবে। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে জয়ী দল ২৬ মে ফাইনালে মুখোমুখি হবে কলকাতার। সানরাইজার্সের মাঝারি সংগ্রহে অলআউট হওয়ার নেপথ্যে ছিলেন কলকাতার পেসার মিচেল স্টার্ক। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই সানরাইজার্সের বিপজ্জনক ওপেনার ট্রাভিস হেডের স্টাম্প উপড়ে ফেলেন স্টার্ক।
মিডল অর্ডারে নীতিশ কুমার ও শাহবাজ রেড্ডির উইকেটও নেন অস্ট্রেলিয়ান এই পেসার। ৩৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে পাওয়ার প্লে-এর মধ্যে সানরাইজার্সকে চাপে ফেলেন স্টার্ক। পাওয়ার প্লে-এর ৬ ওভারেই ৪৫ রান তুলতে ৪ উইকেট হারায় সানরাইজার্স। তিনে নামা রাহুল ত্রিপাঠির ৩৫ বলে ৫৫ এবং আরও দুটি ত্রিশোর্ধ্ব ইনিংসে এগিয়েছে সানরাইজার্স। ২১ বলে ৩২ রান করেন হাইনরিখ ক্লাসেন। নয়ে নেমে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ২৪ বলে করেন ৩০ রান।
তাড়া করতে নেমে ৩.২ ওভারে ওপেনিং জুটিতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে আফগান ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজ করেছেন ১৪ বলে ২৩ রান। কলকাতার সংগ্রহ তখন ১ উইকেটে ৪৪। ঠিক এর তিন ওভার পরই ওপেনার সুনীল নারাইনকে (১৬ বলে ২১) হারায় কলকাতা। কামিন্স তাঁকে তুলে নেন। গুরবাজের উইকেটটি নেন টি নটরাজন।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ: ১৯.৩ ওভারে ১৫৯ (রাহুল ৫৫, ক্লাসেন ৩২, কামিন্স ৩০; স্টার্ক ৩/৩৪, বরুণ ২/২৬, রাসেল ১/১৫, নারাইন ১/৪০)।
কলকাতা নাইট রাইডার্স: ১৩.৪ ওভারে ১৬৪/২ (শ্রেয়াস ৫৮*, ভেঙ্কটেশ ৫১*, গুরবাজ ২৩, নারাইন ২১; কামিন্স ১/৩৮, নটরাজন ১/২২)
ফল: কলকাতা ৮ উইকেটে জয়ী।

চেলসি ছাড়লেন পচেত্তিনো

আপনজন ডেস্ক: মাত্র এক মৌসুম কোচের দায়িত্ব পালনের পরই পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে চেলসি ছেড়েছেন মরিসিও পচেত্তিনো। গতকাল এই খবর জানিয়েছে ইংলিশ ক্লাবটি।
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ষষ্ঠ স্থান নিয়ে এবারের মৌসুম শেষ করেছে চেলসি। লিগে চেলসি নিজেদের সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচেই জিতেছে। তবে চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা হয়নি, জেতা হয়নি একটি ট্রফিও। পচেত্তিনোর কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে চেলসির বিবৃতিতে বলা হয়, 'চেলসি নিশ্চিত করছে, ক্লাব এবং মরিসিও পচেত্তিনো পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।'
আমেরিকান ধনকুবের টড বোয়েলি ও ব্যক্তিগত ইকুইটি প্রতিষ্ঠান ক্লিয়ারলেক ক্যাপিটালের মালিকানায় মাত্র দুই বছরের মধ্যে নতুন খেলোয়াড় কেনায় ১০০ কোটি পাউন্ডের বেশি খরচ করেছে চেলসি। বেশির ভাগ অর্থ খরচ করা হয় উঠতি তরুণ খেলোয়াড়দের পেছনে। পচেত্তিনো তখন বলেছিলেন, দলে অভিজ্ঞতার অভাব আছে এবং ক্রমাগত চোটে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলা সম্ভব হচ্ছে না।
লিগ কাপ ফাইনালে লিভারপুলের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে চেলসি। এফএ কাপ সেমিফাইনালে একই ব্যবধানে হেরেছে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে। তবে লিগে নিজেদের সর্বশেষ ৫ ম্যাচ জিতে চেলসি ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় জায়গা নিশ্চিত করেছে। ২৫ মে ওয়েম্বলিতে এফএ কাপের ফাইনালে সিটির কাছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড হারলে ইউরোপে দ্বিতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা ইউরোপা লিগে জায়গা করে নেবে চেলসি। কিন্তু ইউনাইটেড এফএ কাপ জিতলে চেলসিকে খেলতে হবে কনফারেন্স লিগ।
চেলসি থেকে বিদায়বেলায় পচেত্তিনো বলেছেন, 'এই ফুটবল ক্লাবের ইতিহাসের অংশ হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য চেলসির মালিকানা গ্রুপ ও ক্রীড়া পরিচালকদের ধন্যবাদ। ইউরোপে ও প্রিমিয়ার লিগে আগামী বছরগুলোয় এগিয়ে যেতে ক্লাব এখন ভালো অবস্থানে রয়েছে।'
চেলসির ক্রীড়া পরিচালক লরেন্স স্টুয়ার্ট ও পল উইনস্ট্যানলি বলেছেন, 'এই মৌসুমের পারফরম্যান্সের জন্য চেলসির সবার পক্ষ থেকে আমরা মরিসিওর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'
বোয়েলি চেলসির মালিকানা বুঝে নেওয়ার পর এ দুই বছরে চারজন কোচ পাল্টাল ইংলিশ ক্লাবটি। টমাস টুখেল, ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ড ও গ্রাহাম পটারের পর এবার পচেত্তিনোও বিদায় নিলেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, মৌসুমের পারফরম্যান্সের পর্যালোচনা করতে দুই ক্রীড়া পরিচালক স্টুয়ার্ট ও উইনস্ট্যানলিকে নিয়ে গত শুক্রবার চেলসির সহমালিক বোয়েলির সঙ্গে ডিনারে বসেছিলেন পচেত্তিনো। এরপরই আর্জেন্টাইন কোচের বিদায় নিশ্চিত হয়।
৫২ বছর বয়সী পচেত্তিনো গত বছর জুলাইয়ে দুই বছর মেয়াদে চেলসি কোচের দায়িত্ব নেন। ২০২২-২৩ মৌসুমে ১২তম স্থান নিয়ে লিগ শেষ করা ক্লাবটিকে পথে ফেরানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি।

অসুস্থ মাকে হাসপাতালে রেখে কলকাতার ডাকে সাড়া দিলেন গুরবাজ

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানে নিজের অসুস্থ মাকে হাসপাতালে রেখে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ডাকে সাড়া দিয়ে আইপিএলে এসেছেন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান রহমানউল্লাহ গুরবাজ। আহমেদাবাদে প্রথম কোয়ালিফায়ারে ওপেনিংয়ে নেমে ১৪ বলে ২৩ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসও খেলেছেন।
গতকাল রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ৮ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে চলে গেছে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকে লিগ পর্ব শেষ করা কলকাতা। হায়দরাবাদের দেওয়া ১৬০ রানের লক্ষ্য ৩৮ বল বাকি থাকতেই পেরিয়ে গেছে শ্রেয়াস আইয়ারের দল।
এ মৌসুমে এটিই গুরবাজের প্রথম ম্যাচ ছিল। অসুস্থ মাকে ফেলে আসার সিদ্ধান্ত মোটেও সহজ ছিল না তাঁর জন্য। তবে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে পাকিস্তান সিরিজে খেলতে ফিরে যাওয়া ফিল সল্টের জায়গায় এক রকম জরুরি প্রয়োজনেই কলকাতা ডাকে তাঁকে।
সাংবাদিকদের গুরবাজ বলেন, 'আমার মা এখনো অসুস্থ। আমি (আইপিএল ছেড়ে) সেখানে (আফগানিস্তান) ফিরে গিয়েছিলাম। ফিল সল্ট চলে যাচ্ছে, এমন সময়ে কলকাতার ফোন পাই আমি। তারা আমাকে কল করে, মেসেজ পাঠায়, "গুরবাজ, আমাদের তোমাকে প্রয়োজন। তোমার ওদিককার পরিস্থিতি কেমন?"'
কলকাতার সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেননি গুরবাজ, 'আমি বলেছি যে আমি আসব।'
গত মৌসুম থেকেই কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য গুরবাজ। তবে এবার ওপেনিংয়ে সুনীল নারাইনের সঙ্গে ফিল সল্ট থাকায় খেলানোর দরকার পড়েনি তাঁকে। এরই মধ্যে মায়ের অসুস্থতার খবরে আফগানিস্তান ফিরে গিয়েছিলেন তিনি।
গুরবাজ বলেন, 'আমার মা এখনো হাসপাতালে। প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে কথা হয়। তবে আমি জানতাম কেকেআরও (কলকাতা নাইট রাইডার্স) আমার পরিবার। তাদের আমাকে এখানে প্রয়োজন। আফগানিস্তান থেকে তাই ফিরে এসেছি। অনেক কঠিন ব্যাপার এটা। তবে মানিয়ে নিতে হবে।'
১৯ মে গুয়াহাটিতে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচেই খেলার কথা ছিল গুরবাজের।
কিন্তু বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়াতে সে ম্যাচে ব্যাটিং বা উইকেটকিপিংয়ের সুযোগ পাননি। প্লে-অফের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ম্যাচ অনুশীলনের সুযোগ ছাড়াই নামা গুরবাজের পারফরম্যান্স নিয়ে তাই সংশয়ও ছিল। কিন্তু গ্লাভস হাতে গুরবাজ দুটি ক্যাচ নেওয়ার পর ব্যাটিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
নিজেদের ইতিহাসে চতুর্থ ফাইনালে পৌঁছায় কলকাতা।
গুরবাজ বলেন, 'ক্রিকেটার হিসেবে আপনি জানেন, কী করতে হবে। সুযোগ না পেলেও আপনাকে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং তৈরি থাকতে হবে। যখনই সুযোগ আসুক না কেন, তৈরি থাকতে হবে।'
আগামী মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও আফগানিস্তান দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হতে যাচ্ছেন গুরবাজ। দলটির বেশির ভাগ সদস্য এরই মধ্যে প্রস্তুতি ক্যাম্পে অংশ নিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ চলে গেছেন। তবে আপাতত আইপিএলেই নজর গুরবাজের। তিনি বলেছেন, 'কেকেআরই আমার প্রথম প্রাধান্য।'
আগামী রোববার চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে আইপিএলের ফাইনাল। সেখানে কলকাতার প্রতিপক্ষ অবশ্য এখনো ঠিক হয়নি। আজ আহমেদাবাদে এলিমিনেটর ম্যাচে মুখোমুখি হবে রাজস্থান রয়্যালস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এ ম্যাচে জেতা দল ২৪ মে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার খেলবে চেন্নাইয়ে। সে ম্যাচে জয়ী দল যাবে ফাইনালে।

৩৮২ দিন পর মাঠে ফেরা আর্চারকে ভয় পাচ্ছেন না বাবররা

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার জফরা আর্চার। আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে চার ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে খেলবেন আর্চার। ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রায় ৪ বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবেন তিনি। সব মিলিয়ে ৩৮২ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন এই ফাস্ট বোলার।
চোটের সঙ্গে লড়া এই বোলার এখনো দারুণ গতিতেই বল করেন, যার নমুনা দেখা গেছে গত সপ্তাহে সাসেক্সের দ্বিতীয় একাদশের হয়ে কেন্টের বিপক্ষে ম্যাচে। তবে পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম আর্চারের বিপক্ষে খেলা নিয়ে মোটেই ভীত নন, বরং রোমাঞ্চের কথা জানিয়েছেন বাবর।
গতকাল সংবাদ সম্মেলনে আর্চারের ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইংলিশ অধিনায়ক জস বাটলার, 'ও পুরো ফিট, ওকে কীভাবে সামলাতে হবে, সে বিষয়ে চিকিৎসক দল পরামর্শ দেবে। ও খেলবে, যতটা সম্ভব খেলবে। এমনিতেই ও অনেক ম্যাচ মিস করেছে। আর্চার ফেরার জন্য ও দলের অংশ হতে মরিয়া হয়ে আছে।'
আর্চারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা না-ফেরা কয়েক বছর ধরেই ইংল্যান্ড ক্রিকেটের আলোচিত বিষয়। কনুই ও আঙুলে পাওয়া চোটে প্রায় দুই বছর ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন। এ সময়ে মিস করেন দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
তিন দফা শল্যবিদের ছুরির নিচেও যেতে হয়েছে। পুরোপুরি সেরে ওঠার পর গত বছরের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এসএ২০ দিয়ে মাঠে ফেরেন আর্চার। মার্চে বাংলাদেশ সফরে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ৫ ম্যাচ খেলে ভারতে যান আইপিএলে অংশ নিতে। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে কয়েকটি ম্যাচেও খেলেছিলেন।
তবে আবার কনুইয়ের চোটে পড়ায় ছিটকে যান মাঠের বাইরে। দলের সঙ্গে রিজার্ভ হিসেবে থাকলেও খেলা হয়নি ভারতে হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপেও। সব মিলিয়ে গত তিন বছরে ইংল্যান্ডের হয়ে তিনি খেলতে পেরেছেন মাত্র ৭টি ম্যাচ। তবে এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের দলে তাঁকে রেখেছে ইংল্যান্ড। তবে আপাতত তিনি ফিরছেন পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।
আর্চারের ফেরা নিয়ে বাবর বলেছেন, 'দল হিসেবে আর্চারের বিপক্ষে খেলতে আমরা উন্মুখ হয়ে আছি। আমাদের হারিস রউফ, মোহাম্মদ আমির, শাহিন শাহ আফ্রিদি আছে; আমরা তাদের প্রতিদিন মোকাবিলা করি। তাই আমরা ভীত নই, তবে রোমাঞ্চিত।'
আর্চারের ইংল্যান্ড দলে ফেরা নিয়ে অধিনায়ক বাটলার স্বাভাবিকভাবেই অনেক খুশি, 'ওর মুখে চওড়া একটা হাসি দেখেছি। আর্চারের ফিট হয়ে ফেরা, দ্রুতগতিতে বোলিং করা দারুণ কিছু। আমি জানি, ও এসব কতটা মিস করেছে। ওর মোকাবিলা করা মোটেই মজার কিছু নয়, ওকে পূর্ণ ফিটই মনে হচ্ছে।'
আর্চারের কাছ থেকে এখনই অনেক বেশি কিছু প্রত্যাশা করছেন না ইংল্যান্ড অধিনায়ক, 'আপনার প্রত্যাশার পরিমাণ ঠিকঠাক রাখতে হবে। ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অনেক দিন বাইরে আছে, আপনি চাইলেই আগের পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন না। আমরা জানি, ও কত বড় তারকা, তবে আমাদের প্রত্যাশা সামলে রাখতে হবে, খুব দ্রুতই বেশি কিছু প্রত্যাশা করা যাবে না। ওর যে সামর্থ্য আছে তাতে সামনে ও সব সময়ই ভালো পারফরম্যান্স করবে।'

ইসিবির আইপিএল থেকে খেলোয়াড় সরানোর পক্ষে বাটলার

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে এই সংস্করণে পাকিস্তানের বিপক্ষে চার ম্যাচের সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। সে জন্য আইপিএল থেকে বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে থাকা খেলোয়াড়দের উড়িয়ে নিয়ে গেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক জস বাটলার ইসিবির এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তবে বাটলার এটাও বলেছেন, বিশ্বের জনপ্রিয়তম ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সূচি সাংঘর্ষিক হওয়া উচিত নয়।
আইপিএলে গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার আগে গত সপ্তাহে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগটি ছাড়েন ইংল্যান্ডের প্রাথমিক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পাওয়া ৮ খেলোয়াড়। বাটলার তাঁদের একজন। তাঁর দল রাজস্থান রয়্যালস আইপিএলের প্লে-অফে উঠেছে। ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ দলের আরও তিন ক্রিকেটারের দল প্লে-অফে উঠেছে—উইল জ্যাকস (রয়্যাল

চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু), রিস টপলি (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু) এবং ফিল সল্ট (কলকাতা নাইট রাইডার্স)। সবাই আইপিএল ছেড়ে যোগ দিয়েছেন লিডসে ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে। আগামীকাল লিডসেই পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলবে ইংল্যান্ড।
ইংল্যান্ড ছেলেদের দলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি জানান, আইপিএল থেকে খেলোয়াড়দের নিয়ে এসে বিশ্বকাপ খেলতে উড়াল দেওয়ার আগে দলের সবাইকে কিছুদিন একসঙ্গে রাখার ব্যাপারে গত মাসে বাটলার তাঁকে বলেছিলেন। বাটলার এ নিয়ে আজ বলেছেন, 'দেখুন, ইংল্যান্ড অধিনায়ক হিসেবে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলাই আমার কাছে অগ্রাধিকার পায়। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আইপিএলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট (সূচি) সাংঘর্ষিক হওয়া অনুচিত। এই ম্যাচগুলোর সূচি হয়েছে দীর্ঘদিন আগেই। তবে অবশ্যই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা এবং পারফর্ম করাই সবার অগ্রাধিকার পাবে। আমার কাছে মনে হয়, এটাই সেরা প্রস্তুতি।'
আইপিএলে আগামীকাল এলিমিনেটর ম্যাচে বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি হবে রাজস্থান। বাটলার রাজস্থানের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হওয়ায় তাঁর অনুপস্থিতি ভোগাবে দলটিকে। রাজস্থানের সর্বশেষ দুটি গ্রুপ ম্যাচে টস কোলার-ক্যাডমোরকে নেওয়া হলেও তিনি অতটা ভালো করতে পারেননি। অন্য সব ক্রিকেট বোর্ড অবশ্য ইসিবির পথে হাঁটেনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে জ্যামাইকায় এই সংস্করণে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

দেড় বছর পর ফিরে এক ম্যাচ খেলেই ফের বাদ হাসান আলি

আপনজন ডেস্ক: দেড় বছরের বেশি সময় পর পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেও এক ম্যাচ পরই বাদ পড়লেন হাসান আলী। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর দিন সকালে দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই পেসারকে। ফলে কাউন্টি দল ওয়ারউইকশায়ারে ফিরে যাচ্ছেন হাসান। বাদ পড়ার পর কার্যত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার আশাও শেষ হয়ে গেল তাঁর। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি খেলা হাসানকে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দলে ডাকা হয়েছিল।

আইরিশদের বিপক্ষে খেলা একমাত্র ম্যাচে (তৃতীয় টি-টোয়েন্টি) ৩ ওভারে ৪২ রান দেন হাসান।
এরপর আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) জানায়, 'ফাস্ট বোলার হাসান আলীকে টি-টোয়েন্টি দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। টিম ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, হাসান আলী কাউন্টি ক্রিকেটে তার দায়বদ্ধতা মেটাবেন।'
প্রাথমিকভাবে হাসান আলীকে হারিস রউফের 'ইনজুরি কাভার' হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছিল বলেও জানানো হয় ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে। জাতীয় দল থেকে ছাড়া পাওয়া হাসানের আগামী শুক্রবার ওল্ড ট্রাফোর্ডে শুরু হতে যাওয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের বিপক্ষে ওয়ারউইকশায়ারের দীর্ঘ সংস্করণের ম্যাচে খেলার কথা। এখন পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য কোনো প্রাথমিক দল ঘোষণা করেনি পাকিস্তান। বিশ্বকাপে খেলা বাকি ১৯টি দলই সেটি করেছে।

প্রিমিয়ার লিগের মরশুম সেরা কোচ গার্দিওলা

আপনজন ডেস্ক: ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২৩-২৪ মৌসুমের সেরা কোচ নির্বাচিত হয়েছেন পেপ গার্দিওলা। পঞ্চমবারের মতো এই স্বীকৃতি পেয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটি কোচ। সেরার পুরস্কার পেতে গার্দিওলা পেছনে ফেলেছেন আর্সেনালের মিকেল আরতেতা, লিভারপুলের সদ্য বিদায়ী কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ, অ্যাস্টন ভিলার উনাই এমেরি ও বোর্নমাউথ কোচ আন্দোনি ইরাওলাকে।
গার্দিওলা সেরার স্বীকৃতি কেন পেয়েছেন, তা এরই মধ্যে সবারই জানার কথা। চলতি মৌসুমে সিটিকে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতিয়েছেন এই কোচ, এ নিয়ে টানা চারবার। ইংল্যান্ডের শীর্ষ স্তরের কোনো দলের টানা চার মৌসুম ট্রফি জয় এই প্রথম।
পুরস্কার জিতে গার্দিওলা বলেছেন, 'এসব খেলোয়াড়ের কোচ হতে পেরে, দারুণ সব কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত। টানা চার মৌসুম শিরোপা জেতা আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গৌরবান্বিত অধ্যায়। এটা বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন লিগ, আমাদের প্রতিযোগীরা অবিশ্বাস্য ফুটবল খেলেছে।'
গার্দিওলার অধীন মোট ছয়বার লিগ শিরোপা জিতেছে সিটি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের (১৩) পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ট্রফি এখন গার্দিওলারই (৬)। মৌসুমের সেরা কোচের কীর্তিতেও গার্দিওলার ওপরে শুধু ফার্গুসন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কিংবদন্তি কোচ ফার্গুসন সেরার স্বীকৃতি পেয়েছেন ১১ বার।ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে গার্দিওলার চুক্তি আছে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**